খেজুর রস, খেজুর গুড়
দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর

খেজুর রস, খেজুর গুড়, দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর

Date Molasses, Date Juice, Gateway to South is Madaripur

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর
DISTRICT ADMINISTRATION, Madaripur

a2i
জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service@Doorsteps

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh

খেজুর রস, খেজুর গুড়, দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর

Date Molasses, Date Juice, Gateway to South is Madaripur

সার্বিক তত্ত্বাবধান	**Overall Supervision**
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	Cabinet Division
দিক নির্দেশনায়	**Directed By**
এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	a2i, Pri Minister Office
প্রকাশক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক	**Chief Patronizer**
ড. রহিমা খাতুন	**Dr. Rahima Khaton**
জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর	Deputy Commissioner, Madaripur
উপদেষ্টা ও শিল্প নির্দেশক	**Advisor and Art Director**
মোঃ খায়রুল আলম সুমন	**Md. Khairul Alam Shumon**
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), মাদারীপুর	Additional Deputy Commissioner, Madaripur
তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়	**Information collection & Coordination**
আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের	**Abdullah-Abu-Zaher**
সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা	Assistant Commissioner, ICT Section
সদস্য ও সম্পাদনা সহকারী	**Member and Editing Assistant**
এ.বি.এম সারোয়ার রাব্বী	**A.B.M Saroar Rabby**
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর	Nezarat Deputy Collector
মোঃ মাহমুদুল হাসান	**MD. Mahmudul Hasan**
সহকারী কমিশনার	Assistant Commissioner
মাহবুবা ইসলাম	**Mahbuba Islam**
সহকারী কমিশনার	Assistant Commissioner
এস.এম. ফুয়াদ	**S.M Fuad**
সহকারী কমিশনার	Assistant Commissioner
লুবনা আহমেদ লুনা	**Lubna Ahmed Luna**
সহকারী কমিশনার	Assistant Commissioner
ভাষান্তর	**Translation**
রতন কুমার খাঁন	**Ratan Kumar Khan**
প্রধান শিক্ষক	Head Master
ডনোভান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	Donovan Govt. Girls High School
আলোকচিত্রী	**Photographers**
মোঃ মনিরুজ্জামান মাসুম	**Md. Moniruzzaman Masum**
গ্রাফিক্স	**Graphics**
আবির মাহমুদ নিরব	**Abir Mahmud Nirob**
বর্ণ বিন্যাস	**Composer**
আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের	**Abdullah-Abu-Zaher**
সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা	Assistant Commissioner, ICT Section
মুদ্রণ	**Print**
রায়হান কর্পোরেশন	Rayhan Corporation
মূল্য	**Price**
১৫০০.০০	1500.00
প্রকাশকাল	**Date of Publication**
এপ্রিল-২০২১	April-2021

খেজুর রস, খেজুর গুড়, দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর

Date Molasses, Date Juice, Gateway to South is Madaripur

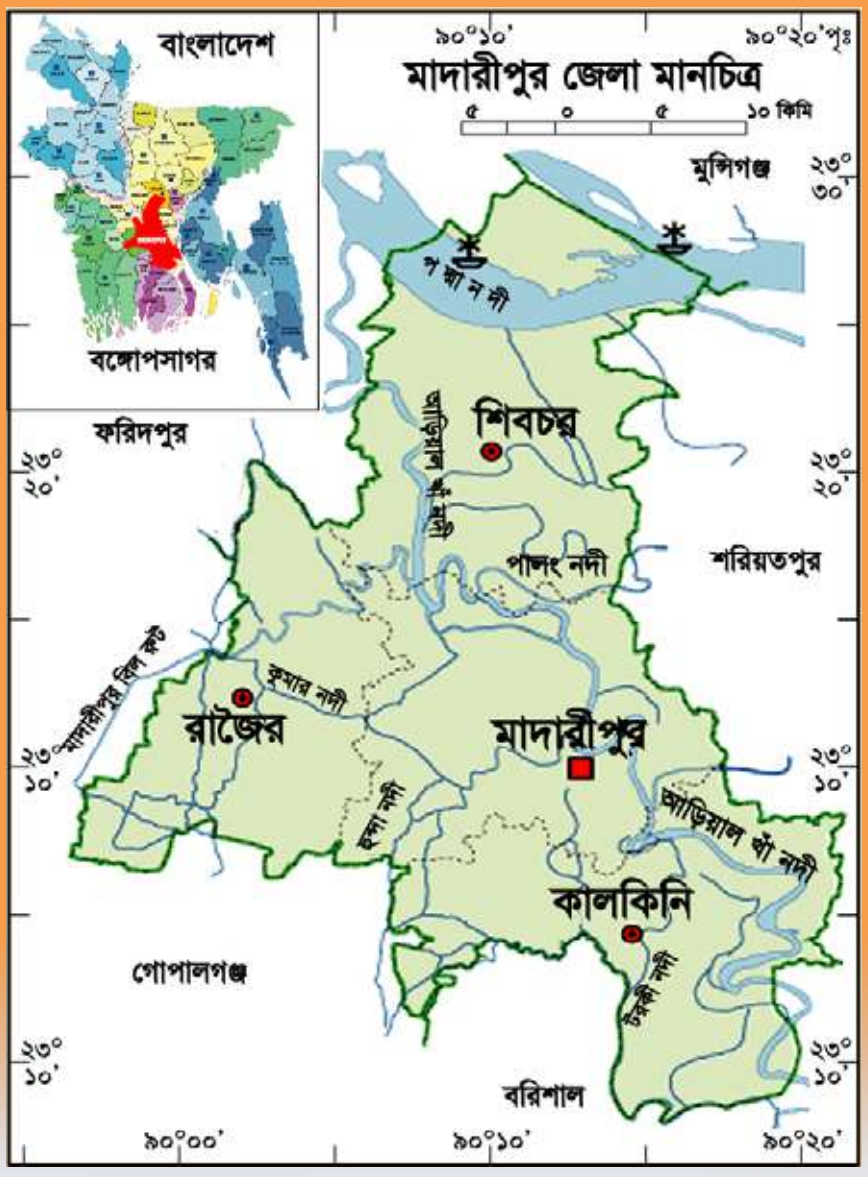

†LRi im, †LRi ¸o, `wÿ‡Yi Øvi gv`vixci

বাণী

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ‘ ব্র্যান্ড -বুক’। জেলা- ব্র্যান্ড কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই ‘ব্র্যান্ড-বুক’ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

Message

Cabinet Secretary
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000

Bangladesh is moving forward boldly on the fast lane of development under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. To this end government is determined to uplift Bangladesh to a middle income country by 2021 and a high income country by 2041. It requires integrated initiatives and tapping the economic potential of each district. District branding initiatives are being implemented under the supervision of Cabinet Division and with the support of a2i programme. Cabinet Division has already issued district branding strategies accordingly.

One of the most significant elements of district branding is 'Brand-Book'. It has a crucial role to expedite the district-branding activities. I am delighted to know that the second edition of Brand-Book is being published.

I extend my warm wishes to all involved with the publication of the second edition of the district 'Brand-Book'.

Khandker Anwarul Islam

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহ কে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা ব্র্যান্ডিং-এর মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ অধিক্ষেত্র রয়েছে, যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া জেলা ব্র্যান্ডিং প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করবে। ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার যোগসূত্র স্থাপনেও সহায়তা করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা।

ব্র্যান্ডিং-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর পরিক্রমায় একটি উল্লেখযাগ্যে দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে। তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক জেলা ব্রান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জেলা প্রশাসন, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলাব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. আহমদ কায়কাউস

Message

Principal Secretary to the Prime Minister
Prime Minister's Office
Government of the People's Republic of Bangladesh.

Socio-economic development is the main objective of district branding by focusing on the uniqueness of a district. Each district has diverse sectors to develop its unique potential, such as-tourism, products, history and heritage or any citizen-centric initiative. District branding is playing an important role in preserving the history and culture of districts, developing the tourism industry, assisting in the implementation of the 'One District One Product' program and identifying and preserving indigenous products of districts. Therefore, the overall objective of district branding is to contribute the implementation of the current government's vision of building a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous Bangladesh by 2041.

District-branding is closely linked to tourism. Moreover, district branding will foster initiatives at the grassroots level and accelerate economic activities. Simultaneously, it will pave the way for establishing further linkage between local level and concerned policy making department/division and ministries. With the help of a2i program and mentored by Cabinet Division and ICT Division, all districts of Bangladesh have already identified their branding issues, innovated logos and formulated three-year implementation plans. The publication of brand-books is one of the wide-ranging endeavours taken by the districts to make district branding known at home and aboard.

It will serve as a basis for subsequent editions of the brand-book and be recognized as a significant document in the chronicle of district branding.

I sincerely thank the Cabinet Division, District Administration, a2i and everyone involved in the publication of second edition of an informative and well-designed brand-book and wish overall success.

Dr. Ahmad Kaikaus

বাণী

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ মহাযাত্রায় জেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বহুমাত্রিক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসন নিজ নিজ জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, পর্যটন, পণ্য উদ্যোগ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমন্বয়ে সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং নামে বিপুল কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি জেলার অমিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জেলার বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল জেলায় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্যকররূপে তুলে ধরতে জেলা ব্র্যান্ডবুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই ব্র্যান্ডবুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শেখ ইউসুফ হারুন

Message

Secretary
Ministry of Public Administration
Government of the People's Republic of Bangladesh.

Bangladesh is moving forward with an indomitable pace under the unique leadership of honorable Prime Minister Sheikh Hasina. In the way towards this development the contribution of district administration is multi-dimensional. In order to achieve Sustainable Development Goals, all the district administrations of Bangladesh have taken enormous initiatives of district-branding for proper growth of the district's unique potentialities with their distinct characteristics, tourism, products, initiatives, history and heritage.

The main objective of district branding is socio-economic development by mounting the distinction and the potentialities of a district. District-branding has been playing an effective role in preservation and practice of history, heritage and culture of the district along with development of tourism industry, supporting the implementation of one district one product program and identifying and preserving geographical indications of the district. District branding can play an extraordinary role in the expansion of district's famous products, implementation of special initiatives and smooth development of tourism industry.

I am delighted to know that by the supervision of Cabinet Division and under the leadership of district administration with support from a2i all the districts are going to publish brand book to underline the branding activities. I hope these books will facilitate the promotion and enrichment of district branding activities.

I sincerely thank all for providing efforts in publishing of the brand-book.

Shaikh Yusuf Harun

বাণী

সিনিয়র সচিব
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

দেশের জেলাসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা প্রশাসন যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন মাদারীপুর, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

Message

Senior Secretary
ICT Division
Government of the People's Republic of Bangladesh.

The mission of district branding is to achieve socio-economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'One District One Product programme' and identifying and preserving the geographical indications (Gis). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism and business. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. ICT Division is ready to provide all-out support. One of the important initiatives of the District Administration to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration Madaripur, a2i, Cabinet Division and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

NM Zeaul Alam PAA

বাণী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এসপায়ার টু ইনাভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। কোনো জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাওবা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোনো জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্য বিখ্যাত, কোনো জেলা ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা-ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড-বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞান-ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জেলা-ব্র্যান্ডিং বুকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা এ জেলার ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ

Message

Project Director (Additional Secretary)
Aspire to Innovate (a2i) Programme
ICT Division, Ministry of Posts
Telecommunications and Information Technology

Each and every district of Bangladesh possesses some unique features and potentials. Some parts of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also the most parts of this land have abundance of agricultural products with lots of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practices as well. All the unique features and characteristics of the very parts of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honourable Prime Minister Sheikh Hasina. to build 'Sonar Bangla' The dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programmes. As part of these programmes to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i programme of ICT Division.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book is serving as a knowledge base for planning and implementing district branding and for those who will be subsequently associated with this initiative. Bilingual feature of this book has certainly added an extra advantage regarding its use.

I am absolutely delighted that the second edition of Brand-Book that is going to be published will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to the Cabinet Division, a2i team, District Administration and all concerned with this significant publication.

Dr. Md Abdul Mannan, PAA

বাণী

বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপথে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ পথ-পরিক্রমায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও যোগ্য নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। এই অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতাকে বেগবান করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় গৃহীত "জেলা ব্র্যান্ডিং" একটি অন্যতম উদ্যোগ। একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই জেলা ব্র্যান্ডিং এর মূল লক্ষ্য। আমি মনে করি জেলা ব্র্যান্ডিং প্রতিটি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করার এবং সংরক্ষণ করার একটা শুভ প্রয়াস। এছাড়াও জেলা ব্র্যান্ডিং একটি জেলার বিশেষ পণ্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে যা পরবর্তীতে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়।

"জেলা ব্র্যান্ডিং" এর অন্যতম অনুষঙ্গ হলো জেলা ব্র্যান্ড-বুক। মুজিব শতবর্ষে এটুআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর একটি ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রকাশিত ব্র্যান্ড-বুকটি জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের কৌশলগত দাপ্তরিক দলিল হিসেবে ব্র্যান্ডের মান, দিক নির্দেশনা, বৈশিষ্ট্য ও সুসঙ্গত বিপণন বার্তা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে এ জেলাকে পরিচয় করিয়ে দিবে মর্মে আমি আশা করি।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি এটুআই'সহ টিম মাদারীপুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

মোঃ খলিলুর রহমান

Message

Divisional Commissioner, Dhaka
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Our War of Liberation was an igniting force for us to thrive forward in the route of development. Inspired by the spirit of independence, Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina has chalked out various initiatives to build a happy and prosperous Bangladesh. Basically, we all are nurturing the dream of our Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The goals of implementing “Vision 2021” and making Bangladesh a developed state have been the prime mandate for all of us. The main objective is to brand Bangladesh as a resilient and prosperous nation. Having said that, district branding is one such initiative under Cabinet Division and A2i that aims at promoting every district of Bangladesh. District branding involves disseminating integrated initiatives by every district keeping in view the history, tradition, special products, and possibilities of each district of the country.

I am happy to know that the district administration, Madaripur is publishing Madaripur brand-book through A2i program. I hope that the published brand-book will introduce the district at home and abroad by presenting the brand’s values, guidelines, features, and consistent marketing message as a strategic official document of the district branding activities.

I sincerely thank Team Madaripur along with A2i for the district brand-book and wish them all the best.

Md. Khalilur Rahman

মুখবন্ধ

জেলা প্রশাসক
মাদারীপুর

জেলা ব্র্যান্ডিং একটি জেলার দর্পণ স্বরূপ। দেশের প্রতিটি জেলার ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অবকাঠামো, সমৃদ্ধি, শিল্প সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোর একটি সফল উদ্যোগ জেলা ব্র্যান্ডিং। এর মাধ্যমে একটি জেলা তথা একটি দেশের সঠিক পরিচয় তুলে ধরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বার খ্যাত মাদারীপুর জেলা পদ্মা, আড়িয়ালখাঁ, কুমার, ময়নাকাটা, পালরদী নদীবিধৌত এবং বাংলাদেশে নির্মিতব্য বৃহত্তম সেতু “পদ্মাসেতু” এর সাথে এ জেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পদ্মা সেতুর অবকাঠামোগত উৎকর্ষ নিয়ে অচিরেই মাদারীপুর জেলা দেশের উন্নত একটি জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল মাদারীপুর মহকুমা। এছাড়াও বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া, অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মহিলা ডাক্তার জোহরা কাজী, বিখ্যাত স্থপতি ফজলুর রহমান খান, বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের আবাসভূমি মাদারীপুর। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও রয়েছে এ জেলার বলিষ্ঠ পদচারণা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যাত্রা, জারী-সারি, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মেলা ও বাউল গানসহ নানা সাংস্কৃতিক চর্চা এ জেলায় নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ মাদারীপুর জেলায় রয়েছে ঝাউদিগিরি, রাজারাম মন্দির, পর্বতের বাগান, ডানলপ সাহেবের নীলকুঠি ও সেনাপতির দীঘি যা মাদারীপুরের পর্যটন সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

এ জেলার বিখ্যাত খেজুররস, খেজুরগুড় ও পাটজাত পণ্যের প্রসিদ্ধি রয়েছে পুরো দেশজুড়ে। এর মাঝে খেজুরের রস ও গুড়ের সহজলভ্যতা ও গুনগত উৎকর্ষের কারণে এ জেলার ব্র্যান্ডিং শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে

“খেজুর রস, খেজুর গুড়
দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর”

সরকারের “জেলা ব্র্যান্ডিং” কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সকলের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ প্রকাশনা মাদারীপুরকে বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত করে তুলবে বলে আশা করি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম-কে ব্র্যান্ডবুক তৈরির দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ব্র্যান্ডবুক প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Raha

ড. রহিমা খাতুন

Preface

Deputy Commissioner
Madaripur.

District branding is the reflection of a district. This is a successful attempt to inform the world about the heritage, natural beauty, infrastructure, development and industry of each district. By uplifting a district's as well as the countris branding, significant socio-economic growth can be achieved.

Famously known as the "Gateway to south", Madaripur district is awash with many rivers, namely, the Padma, the Arial Khan, the Kumar, the Moynakata and the Palordi. This district has a deep connection to the largest bridge of Bangladesh, the Padma bridge, which is under construction. By using the infrastructural advancement of the Padma bridge, Madaripur district will soon reveal itself as a developed district. The greatest Bengali of thousand years, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman spent significant portion of his colourful political life in Madaripur, which was a mahakuma at the time. Madaripur district is also the abode of many famous people such as, Haji Shariatullah, the founder of Faraeji movement and his son, Dudu Miyan, the first female Muslim doctor of undivided Bengal Dr. Zohra Kazi, famous architect Fazlur Rahman Khan, one of the "Baro Bhuyian" Kedar Rai and many more. This district also has a strong presence in cultural arena. Different cultural programs are arranged by District Shilpakala Academy, Jatra (stage performance), Jari-Sari (traditional songs), traditional fairs, Baul songs and many other cultural attractions are regular occurrences in this district.

Madaripur district is rich in archaeological evidence. Many historical places like Jhaudi Giri, Rajaram Temple, Porboter Bagan, Dunlop's Nil Kuthi and Senapati Dighi have increased the potential of tourism in this district.

This district is famous all over the country for its Date Juice, Date Molasses and jute products. Due to easy availability of date juice and date molasses and their rich quality, the district branding slogan of the district has been decided as,

Date molasses, date juice

Gateway to south is Madaripur

We hope the initiative and measures taken by the District Administration of Madaripur to materialise the "District Branding" activity of the government will introduce Madaripur to the whole world. I express my gratitude and thanks to "Aspire to innovate (A2i)" program of the Prime Minister's office for giving kind directives for preparing the brand book. I also express my gratitude to those who have cooperated in publishing the Brand Book.

Dr. Rahima Khaton

সূচীপত্র		Content	
পৃষ্ঠা নং	বিষয়	**Subject**	**Page No**
২২-২৭	মাদারীপুর জেলা পরিচিতি নামকরণ অবস্থান ও সীমানা এক নজরে মাদারীপুর জেলা ভূ-প্রকৃতি	**Introduction of Madaripur District** Naming Location and Boundary Madaripur at a Glance Geography	22-27
২৮-৩৬	জেলা ব্র্যান্ডিং- লোগো ও ট্যাগলাইন জেলা-ব্র্যান্ডিং প্রেক্ষাপট মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড়	**District Branding-logo and Tag line** Background of District-Branding Date Molasses of Madaripur	28-36
৩৭	খেজুর গুড়ের সাফল্যের গল্প	**The Success Story of Date Juice**	37
৩৮-৩৯	পদ্মা সেতু	**Padma Bridge**	38-39
৪০	পদ্মা নদী	**Padma River**	40
৪১	জীবনযাত্রায় মাদারীপুর	**Life in Madaripur**	41
৪২	পদ্মার রূপালি ইলিশ	**Hilsa of The Padma**	42
৪৩-৪৮	কৃষিতে মাদারীপুর	**Agriculture of Madaripur**	43-48
৪৯	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মাদারীপুর	**Small and cottage industries in Madaripur**	49
৫০-৫১	উৎসব ও সংস্কৃতিতে মাদারীপুর	**Festivals and culture of Madaripur**	50-51
৫২-৬০	মাদারীপুরে ভাষা আন্দোলন	**Language Movement in Madairpur**	52-60
৬১	বধ্যভূমি	**Execution Ground**	61
৬২-৬৩	মাদারীপুরের মুক্তিযুদ্ধ	**Liberation War in Madaripur**	62-63
৬৪-৬৯	বিখ্যাত ব্যক্তি হাজী শরীয়তউল্লাহ দুদু মিয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ডা. জোহরা কাজী ড. এফ .আর. খাঁন মাদারীপুর জেলার অন্যান্য কৃতি ব্যক্তিত্ববর্গ	**Famous Person** Haji Shariatullah Dudu Miyah Sunil Ganggopaddhyay Dr. Zohra Kazi Dr. F.R. Khan Other famous personalities of Madaripur district	64-69
৭০-৭১	প্রশাসনিক গোড়াপত্তন	**Administrative Evolution**	70-71
৭২-৭৩	মাদারীপুরের শকুনী লেকের ইতিহাস	**History of Shakuni Lake Madaripur.**	72-73
৭৪-৭৯	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	**Educational Institute**	74-79
৮০-৮১	আচমত আলী খাঁন স্টেডিয়াম	**Achmot Ali Khan Stadium**	80-81
৮২-৮৩	মাদারীপুর এর নদী	**River of Madaripur**	82-83
৮৪-৯১	মাদারীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য পর্বতের বাগান, মোস্তফাপুর সেনাপতির দীঘি, কালকিনি, মাদারীপুর ঝাউদী জমিদার বাড়ি ডানলপ সাহেবের নীলকুঠী ঝাউদি গিরি রাজারাম মন্দির শতবর্ষী মঠ খালিয়া জমিদার বাড়ি সাধু খাঁর বাড়ি	**Ancient Heritages of Madaripur** Porbot garden, Mustafapur Senapati Dighi, Madaripur Jamidar bari of Jhaudi The Indigo Factory of Mr. Dunlop Jhaudi Mound Rajaram Temple Century old Abbey House of Khalia's Land Lord Home of Sadhu Khan	84-91

সূচীপত্র		Content	
পৃষ্ঠা নং	বিষয়	**Subject**	**Page No**
৯২-৯৭	বর্তমান সম্ভাবনা চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক হর্টিকালচার সেন্টার গ্রোইন পার্ক আড়িয়াল খাঁ ওয়াকওয়ে ২৫০ বেডের হাসপাতাল অডিটোরিয়াম	**Present Prospects** Charmugaria Eco park Horticulture Centre Growing Park ArialKhan Walkway 250 Beaded Hospital Auditorium	92-97
৯৮-৯৯	মাদারীপুর সদর উপজেলা নামকরণ, অবস্থান ও সীমানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	**Madaripur Sadar upozila** Naming, Location, Boundary & History of Liberation War	98-99
১০০-১০৩	কালকিনি উপজেলা নামকরণ, অবস্থান ও সীমানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মসজিদ কুন্ডবাড়ির মেলা	**Kalkini upozila** Naming, Location, Boundary & History of Liberation War Mosque Kundo Barir Fair	100-103
১০৪-১০৭	রাজৈর উপজেলা নামকরণ, অবস্থান ও সীমানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রনব মঠ সাফিয়া শরীফ	**Rajoir Upozila** Naming, Location, Boundary & History of Liberation War Pronob's Moth Safia Sharif	104-107
১০৮-১১৩	শিবচর উপজেলা নামকরণ, অবস্থান ও সীমানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হাজী শরীয়ত উল্লাহর স্মৃতিধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্মৃতস্তম্ভ সমূহ	**Shibchar Upozila** Naming, Location, Boundary & History of Liberation War Institutions Filled with the Memory of Hazi Shariatullah Monuments	108-113
১১৪	মাদারীপুর জেলা ব্র্যান্ডিং এর কর্ম-পরিকল্পনা	**Action plan of Madaripur Branding**	114
১১৫	পর্যটন উদ্যোক্তা	**Tourism Entrepreneur**	115
১১৬	মাদারীপুর পরিবহন	**Transport of Madaripur**	116
১১৭	আবাসন ব্যবস্থা	**Accommodation**	117
১১৮-১১৯	মধু চাষী	**Honey Farmer of Madaripur**	118-119
১২০	খেজুরগুড় প্রস্তুতকারক	**Date Molasses Producer**	120

মাদারীপুর জেলা পরিচিতি

Introduction of Madaripur District

ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত মাদারীপুর জেলার অবস্থান দেশের প্রায় মধ্যভাগে। পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, কুমার ও পালরদী নদী বিধৌত এ জেলা বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের মহান নেতা **হাজী শরীয়তউল্লাহ**-এর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। চারটি উপজেলা (মাদারীপুর সদর, কালাকিনি, রাজৈর ও শিবচর) নিয়ে গঠিত এ জেলার আয়তন ১১৪৪.৯৬ বর্গ কি.মি. এবং এর জনসংখ্যা ১৩ লাখের অধিক।

১৮৫৪ সালে মাদারীপুর মহকুমা প্রতিষ্ঠা করে বাকেরগঞ্জ জেলার অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ১৮৭৩ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে পৃথক করে মাদারীপুর মহকুমাকে ফরিদপুর জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ায় মাদারীপুর মহকুমা মাদারীপুর জেলায় পরিবর্তিত হয়। মাদারীপুর জেলায় সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে অন্যতম হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন।

The district Madaripur, under Dhaka Division, lies almost in the central part of the country. Awash with the rivers Padma, Arial Khan, Kumar and Palordi this district is associated with the holy memory of Haji Shariatullah, the leader of the Faraeji Movement in Bengal. Comprising four upazilas (Madaripur Sadar, Kalkani, Rajoir and Shibchar) this district has an area of 1144.96 square kilometers and more than 13 lakhs of people live here.

Madaripur subdivision was established in 1854 under the district of Bakerganj.In 1873 it was separated from Bakerganj and annexed to Faridpur district. In 1984 Madaripur Subdivision was turned into Madaripur district as a process of decentralization of administration. Among the most important historical events that took place in Madadaripur is the Faraeji Movement led by Haji Shariatullah (1781-1840).

নামকরণঃ পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, কুমার ও পালরদী নদীবিধৌত হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র পুণ্য স্মৃতিধন্য দক্ষিণ বাংলার একটি ঐতিহাসিক জনপদের নাম মাদারীপুর। মাদারীপুর শহর একসময়ে আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। পুরাতন শহর এখন সম্পূর্ণরূপে নদীগর্ভে বিলীন। দক্ষিণ বাংলার প্রবেশদ্বার এই মাদারীপুরের নামের সাথে যে মহাপ্রাণ সাধকের নাম জড়িয়ে আছে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সুফি সাধক বদরউদ্দিন শাহ মাদার (রাঃ)। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ তীরে হযরত শাহ মাদারের দরগাহ অবস্থিত। কথিত আছে, শাহ মাদারের দরগাহ পর্যন্ত এসে হঠাৎ প্রমত্তা আড়িয়াল খাঁ তার ধ্বংসের ছোবল গুটিয়ে নেয়। এরপর দরগাহ শরীফ থেকে শুরু করে আড়িয়াল খাঁর তীর ঘেঁষে নতুন শহর গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে মাদারীপুরের নাম ছিল ইদিলপুর। ১৯৮৪ সালে এটি মাদারীপুর জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অবস্থান ও সীমানাঃ মাদারীপুর জেলা ২৩°-০০ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°-৩০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°-৫৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০°-২১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।এ জেলার উত্তরে ফরিদপুর এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা, পূর্বে শরীয়তপুর জেলা, পশ্চিমে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা এবং দক্ষিণে গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলা। চারটি উপজেলা (মাদারীপুর সদর, কালকিনি, শিবচর ও রাজৈর) নিয়ে গঠিত এ জেলার আয়তন ১১৪৪.৯৬ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ১৩ লাখের অধিক। এ জেলায় ৫টি থানা রয়েছে- মাদারীপুর সদর, কালকিনি, শিবচর, রাজৈর ও ডাসার। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এ জেলার অবস্থানগত গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভূ-প্রকৃতিঃ মাদারীপুর দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট, এ মতামত অনেকেরেই। পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, পালরদী ও কুমার এ জেলার প্রধান নদী। জেলার ভূ-গঠনে এ নদীগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ভূ-ভাগ বেলে-দোআঁশ মাটি দ্বারা গঠিত। তবে নদী সিকস্তি ও চরাঞ্চল এলাকায় বেলে মাটির আধিক্য অত্যন্ত বেশি। এ জেলার আবাসযোগ্য ভূ-গঠন এবং জনবসতি খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত এক হাজার বছর ধরে এ ভূ-গঠন প্রক্রিয়া চলে আসছে। ভূ-গঠনের প্রকৃতি দেখে মনে হয় পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণাংশের ভূ-ভাগ বেশি প্রাচীন। পশ্চিম-উত্তর, পূর্ব-উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের ভূ-ভাগ পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, ময়নাকাটা এবং তার শাখা-প্রশাখার ব্যাপক ভাঙা-গড়ার কারণে একাধিকবার পুনর্গঠিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বস্তুত এ নদীগুলোর লালনে-শাসনে গড়ে উঠা এ জেলা প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় লীলায়িত, ভাঙা-গড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিকশিত এক বিস্ময়কর ঐতিহ্যের স্মারক।

হযরত শাহ মাদার দরগাহ শরীফ যাঁর নামানুসারে মাদারীপুর এর নামকরণ করা হয়েছে।
The Darga Sharif of Hazrat Shah Madar, the name of whom madaripur is named

Naming: The historical area placed in south- Bengal, named Madaripur is filled with the memories of Hazi Shariatullah , and surrounded by The Padma, The Arial Khan, The Kumar and The Palrodi Rivers. Madaripur town was once situated at the junction of Arial khan and Kumar river. The old city has now completely disappeared into the river. The gateway to South-Bengal, Madaripur, is associated with the name of a famous saint Badar Uddin Shah Madar (R:) of fifteenth century. Hazrat Shah Madar's Darga is located on the south bank of Arial khan on the northeast of the city. It is said that, suddenly Arial Khan withdrew its destruction until the Shah Madar's dargah. Then, from the Darga Sharif, a new city has been built on the bank of Arial Khan. In ancient times Madaripur was known as Idilpur.

Location and border: Madaripur district is situated, from 23^{O}-00 north latitude to 23^{O}-30 north latitude and from 89^{O} -56 east longitude to 90^{O}-21 east longitude. On the north of this district there are Faridpur and Munshiganj district, on the east Shariatpur district , on the west Faridpur and Gopalganj and on the south Gopalganj and Barishal district. Consisting of four upazila (Madaripur Sadar, Kalkini, Shibchar and Rajoir) the size of this District is 1144.96 square km. and population is more than 13 lakhs. There are 5 Thanas in this Districts- Madariopur Sadar, Kalkini, Shibchar, Rajoir, and Dashar. On the basis of size, this district is 13th in Dhaka Division.

Being situated between Khulna and Barisal divisions, the importance of the district is undeniable.

Geography: A lot of people has given opinion that Madaaripur is created from South Bay of Bengal . Padma, Arial Khan, Palrodi and Kumar are the main rivers of this District. Rivers, on the geological structure of this district, hava a lot of importance. Its ground is made of sandy-loamy soil. However, there is a lot of sandy soil in the river and char area. The geological structure and residential area of this district is not too ancient. Perhaps it's geographical structural process is going on for a thousand years. The nature of the formation of the geographical structure seems to be more ancient in the western and west- southern parts than the eastern and east-southern part. West-north, east- north and eastern part's geographical structure is in the process of rebuilding still now because of the breakdown of the Padma, Arial Khan, Maynakata and its branches. Perhaps, this district , which is formed because of the river, is a remembrance of a wonderful heritage, developed by the diverse experience of breaking and rebuilding of the rivers.

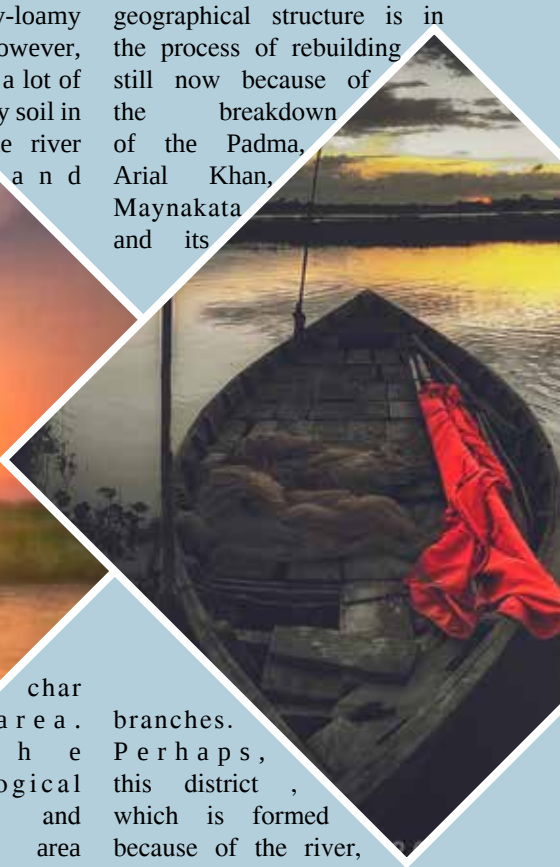

এক নজরে মাদারীপুর

জেলা সৃষ্টি ১লা মার্চ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
আয়তন ১১৪৪.৯৬ বর্গ কি.মি
লোকসংখ্যা ১২,১২,১৮৯ জন (আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১)
জনসংখ্যা ঘনত্ব ১০৩৬ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.) (আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১)
উপজেলা ৪টি- মাদারীপুর সদর, শিবচর, কালকিনি, রাজৈর, পৌরসভা ০৪টি
সার্কিট হাউস ০১ টি, ডাক বাংলো ০৬টি (জেলা পরিষদ)
সংসদীয় আসন ৩টি, মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৮৬২.১৫ কি.মি., পাকা-১৬৩কি.মি, কাঁচা -৪০১০কি.মি
নদী ৪টি (পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, পালরদী)
জেনারেল হাসপাতাল ০১টি (২৫০ শয্যা বিশিষ্ট) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ০৩টি (৩১ শয্যা বিশিষ্ট)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫০টি
পাবলিক লাইব্রেরি ০৫টি শিক্ষার হার ৪৮%,
কলেজের সংখ্যা ২১টি (৫টি সরকারিসহ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২৮টি (২টি সরকারিসহ)
জুনিয়র হাই স্কুল ২৭টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৭৭টি মাদরাসার সংখ্যা ৬৯টি
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান- ক্লাব ১৩৯টি, গ্রন্থাগার-১৮টি, মহিলা সমিতি-০৭টি, সিনেমা হল-১০টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- মসজিদ ৩৩৬৬টি, গির্জা-৭টি, মন্দির-৩৩০টি মাজার-০৩টি।
চিত্তাকর্ষক স্থান- পর্বতের বাগান-মোস্তফাপুর, প্রণবানন্দের মন্দির-বাজিতপুর, গণেশ পাগলের মন্দির-কদমবাড়ি, রাজারাম মন্দির-খালিয়া, সূফী আমীর শাহ (রঃ) এর মাজার, সেনাপতির দীঘি, ঝাউদি গিরি, সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের বাড়ি-মাইজপাড়া, নারায়ণ মন্দির-পানিছত্র, মাদারীপুর শকুনী দীঘি, শাহ মাদার (রঃ) দরগাহ শরীফ।

Madaripur at a Glance

Became a District on 1st Mach, 1984, area 1144.96 sq.km
Population density of 12,12,198 people (census and home census 2011) 1036 people (per square kilometer) (census and home census 2011)
Upazila 04 -Madaripur Sadar, Shibchar, Kalkini, Rajir, Municipality – 04
Circuit House-01, Dak bangla long -06 (District Council)
Parliamentary seats -03 Total road length 1862.15 kilo meter, Concrete Road-163 km, Mud Road -4010 Killo meter
River -4 (Padma, Arialkha, Kumar, Palordi)
General hospital -1 (250 Bedded) Upazilla Heath Complex 03 (31 Bedded)
Health and Family Welfare Center 50, Public library 05
Literacy rate 48%, Number of colleges 21 (5 Government college)
Secondary School 128 (2 Government) Junior high school 27
Primary School 677 number of madrassa 69
Cultural Organizations- 139, library-18, Female Association-70, Movie Hall-10.
Religious Institution- Mosque 3366, Church-7, Temple-330, the Shrine-3
Impressive place- Parbatar Bagan-Mostafapur, Pronabander Temple - Bajitpur, Gonesh Pagol's Temple- Kadambari, Raja Ram Temple - Khalia, Sufi Amir Sha (Ra.) – The shrine, Senapatir Dhighi, Jhaudhi Giri, Sunil Gongapadhya's House-Maijpara, Narayan temple- Panichatra, Madaripu Sakuni Lake, Shah Madar (R.) Dargha Sharif.

ভূ-প্রকৃতি

মাদারীপুর দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট, এ মতামত অনেকেরই। পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, পালরদী ও কুমার এ জেলার প্রধান নদী। জেলার ভূ-গঠনে এ নদীগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ভূ-ভাগ বেলে-দোআঁশ মাটির আধিক্য অত্যন্ত বেশি। এ জেলার আবাসযোগ্য ভূ-গঠন এবং জনবসতি খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত এক হাজার বছর ধরে এ ভূ-গঠন প্রক্রিয়া চলে আসছে। ভূ-গঠনের প্রকৃতি দেখে মনে হয় পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণাংশের ভূ-ভাগ বেশি প্রাচীন। পশ্চিম-উত্তর, পূর্ব-উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের ভূ-ভাগ পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, ময়নাকাটা এবং তার শাখা-প্রশাখার ব্যাপক ভাঙা-গড়ার কারণে একাধিকবার পুনর্গঠিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বস্তুত এ নদীগুলোর লালনে-শাসনে গড়ে উঠা এ জেলা প্রকৃতির লীলায় লীলয়িত, ভাঙা-গড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিকশিত এক বিস্ময়কর ঐতিহ্যের স্মারক।

Geography

A lot of people have given opinion that Madaripur is created from South Bay of Bengal. The Padma, the Arial Khan, the Palordy and the Kumar are the main rivers of this District. Rivers, on the geological structure of this district, have a lot of importance. Its ground is made of sandy- loamy soil. However, there is a lot of sandy soil in the river and char area. The geological structure and in habit area of this district is not too ancient. Perhapas geographical structural process is going on for a thousand years. The nature of the formation of the geographical structure seems to be more ancient in the western and west- southern parts than the eastern and east-southern part. West-north, east- north and eastern part's geographical structure is in the process of rebuilding still now because of the rivers, is a remembrance of a wonderful heritage, developed by the diverse experiences of breaking and rebuilding of the rivers.

খেজুরের রস, খেজুরের গুড় এবং বাংলাদেশের দক্ষিণের প্রবেশদ্বার মাদারীপুর জেলার জন্য একটি চমৎকার নকশার অংশবিশেষ হিসেবে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ঃ

“খেজুর রস, খেজুর গুড়
দক্ষিণের দ্বার মাদারীপুর”

এ ট্যাগ-লাইনটির মর্মার্থ হলো- এই খেজুরের রস খেজুরের গুড়ের মাধ্যমে শুধু মাদারীপুরেই নয় পুরো বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে এবং তা মাদারীপুরসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

Date juice, Date molasses and the glory of the southern part of Bangladesh. Madaripur and a credible part of design has been chosen as district branding logo.

Date molasses, date juice
Gate way to south, is Madaripur

The meaning of this tagline is that not only Madaripur but also Bangladesh will get recognition by the Date molasses and Madaripur lake city and it will contribute on the socio-economical progress of Madaripur as well as the whole

সবল দিক, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবল দিক
অনিন্দ্য সুন্দর সুচিকর্ম
ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ
কাঁচামালের সহজলভ্যতা
শ্রমিকের সহজলভ্যতা
নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন

দুর্বলতা
ন্যায্য মজুরির অভাব
কাঁচামালের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণের অভাব, ডিজাইনে বৈচিত্র্যের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, পরিবহন সমস্যা, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা

সম্ভাবনা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি
বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা
দেশে বাজার সৃষ্টি
সম্পূরক শিল্পের বিকাশ

ঝুঁকি
মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য
বিকল্প পণ্যের সহজলভ্যতা
বাণিজ্যিক ভাবে একই নকশার ব্যবহার
সৃজনশীলতার অভাব

Strong sides
Incomparable handicraft
Exhibition of tradition
Availability of raw materials
Availability of Worker
Woman’s comprehensive employment and empowerment

Weakness
Lack of fair ways
Lack of quality Control of raw materials
Lack of variety in design
Lack of sponsorship
Transport problem
lack of coordination among manufacturing companies

The opportunity
creation of workplace
The possibility of export to foreign countries
Creation of market place in country
Development of Supplemental industry

Threats
Oppression of Middlemen
Availability of alternative products
Use of the same design at commercial rate
Lack of creativity

Strong sides Weakness Opportunity & Threats

মাদারীপুর ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা	**Madaripur Branding Action Plan**
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার	Publication through social media
ব্র্যান্ডিং মেলার আয়োজন	Organizing branding fair
কৃষক সম্মেলন আয়োজন	Organizing farmer's conference
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রোগ্রামে ব্র্যান্ডিং লোগোর ব্যবহার	Use of Branding Logo in different organization, programs
নারী উদ্যোক্তা এবং নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	Creating women entrepreneur and generating women's employment
ব্র্যান্ড বুক প্রণয়ন	Publishing the Brand Book
কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা	Provision of loan arrangement for farmers on easy terms
সেরা কৃষক/উদ্যোক্তা/কৃষিবিদ পুরষ্কার প্রণয়ন	Best Farmer/Entrepreneur/Agriculturist Award
পণ্যের সহজ পরিবহনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	Development of communication system and infrastructure for easier transportation of goods

জেলা-ব্র্যান্ডিং প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। খুব প্রাচীন কাল থেকেই ঢাকাই মসলিনসহ কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্য এই দেশটিকে সারা বিশ্বে সুপরিচিত করে রেখেছে। একাত্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উত্থানের পর, বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চলমান উন্নয়নের ধারাটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এই দেশ ও অঞ্চলকে জনগণ ও বিশ্বের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় এবং এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে জুলাই ২০১৬ সালে ঢাকায় ইনোভেশন সামিটের আয়োজন করে এবং সে সভায় জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলা-ব্র্যান্ডিং বলতে একটি জেলার নাম, চিহ্ন, প্রতীক, নকশা অথবা সবগুলির সংমিশ্রণ বোঝায় যা ওই জেলার পণ্য ও সেবাকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিসরে পরিচিত করবে। জেলা-ব্র্যান্ডিং হলো উন্নয়নের জন্য এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যেখানে সকল জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং একটি এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কৃতি বিবেচনা করা হয়। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রূপকল্প- ২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে সুখী সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের জন্য রূপকল্প- ২০৪১ প্রণয়ন করেছে। জেলাসমূহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করে বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই বিভিন্ন ভাবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। প্রতিটি জেলার মত মাদারীপুর জেলার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

Background of District-Branding

The history of product branding in Bangladesh is very ancient. From ancient time, some traditional products including Dhakai Muslin have made this country well known to all over the world. After the rise of Bangladesh through the great liberation struggle under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1971, the country is moving forward with significant development in economic and social indicators under the leadership of the present government. In order to accelerate the ongoing development trend and to present this country and region to the people and the world, the Cabinet Division, Ministry of Public Administration and a2i Program jointly organized the Innovation Summit held in Dhaka in July 2016 and the decision was made for the purpose of District-Branding.

District-Branding refers to a district's name, symbol, design or a combination of all that will make the products and services of that district known internationally and domestically. District-Branding is an action plan for development where all people are involved and the history, heritage, customs, culture of an area considered. The present government has formulated Vision-2021 to make Bangladesh a middle-income country by 2021 and Vision-2041 to transform this country into a prosperous one by 2041. The main objective of this initiative is to formulate a realistic and timely action plan by revealing the unique features and possibilities of the districts. Each district of Bangladesh is unique and economically promising in different ways. Like every district, Madaripur also has some unique features, specializing in various places.

মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড়
Date Molasses of Madaripur

ভূমিকা

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের জন্য রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। উক্ত রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দ্রুত এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই বিভিন্নভাবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। মাদারীপুর জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। এ জেলার অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য হলো- খেঁজুরের গুড়, পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং মাদারীপুর জেলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট-বড় লেক যা ঐতিহ্যে দেশ-বিদেশে ইতোমধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। যথাযথ পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই শিল্পটি আশানুরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করেনি। জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় খেঁজুরের গুড়,পাট-পাটজাত দ্রব্য ও লেককে ব্র্যান্ড করা সম্ভব হলে তা এ-শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে মাদারীপুর তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Introduction

The present government has drawn up vision-2021 to make Bangladesh a middle income country by 2021 and has also drawn up vision 2041 to make Bangladesh a happy and prosperous country by 2041. Rapid and continuous economic growth is necessary to materialize those visions. Coordinated efforts are needed to quicken economic growth. Each of the districts of Bangladesh has its individualistic features and economic potential. The district of Madaripur is no exception. The most potential products of this district are date molasses, jute and jute made products and the small and big lakes spread in different parts of the district. The products of Madaripur have already achieved name and fame at home and abroad. But due to lack of proper planning and structural limitations these products could not flourish as per the expectation. Under district branding if it is possible to make date molasses, jute and jute made products and the Lake as the district brands, it will contribute greatly to the socio-economic development of Madaripur as well as the whole country through the flourish of these things.

মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড়ের ইতিহাস

History of the Date Molasses of Madaripur

মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড় দেশের প্রতিটি জেলায় সুস্বাদু খাবার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড় সারাদেশে বহুপূর্ব থেকেই প্রশংসিত ছিল । বর্তমানে তা আরো উন্নত হয়ে দেশে ও দেশের বাইরে সমাদৃত হচ্ছে। এ অঞ্চলের গ্রামের সকল বয়সের মানুষ শীতের সকালে মিষ্টি রোদে বসে কোচরে মুড়ি আর একতাল খেঁজুরের গুড় দিয়ে পরম সুখে খেত আর গল্প করত। শীতের সকালের মিষ্টি রোদ আরো মিষ্টি হয়ে উঠত। প্রতিটি পরিবারের আনন্দের ও স্বাদের কারণ ছিলো এই গুড়। গুড়ের তৈরি পায়েস, মিষ্টি, ক্ষীরসহ আরো বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের কথা সুপরিচিত।

বাজারে প্রচুর চাহিদা ছিল বলে অধিকাংশ পরিবার খেঁজুরের গুড় তৈরি করে বিক্রি করে পরিবারের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখত। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ, অবহেলিত দেশের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এই জেলার পুরুষেরা বেছে নিয়েছেন নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের পথ। বলতে গেলে গ্রামীণ জীবনে এ ধারা আজও অব্যাহত আছে। মাদারীপুরের গ্রাম অঞ্চলের সর্বত্রই এ শিল্পের বিকাশ লাভ করে শহরের জীবনের অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

The Date Molasses of Madaripur has earned popularity in every district of the country as a savory food. It has been much admired from the past throughout country. At present it is being acclaimed eagerly at home and abroad in an improved condition. People of all ages of this region used to sit and enjoy 'Puffed Rice' with date molasses and tell stories in winter mornings. This would make their winter mornings even sweeter. Date juice and date molasses were the sources of pleasure in each family. Different types of 'Pithas' (cakes), 'Payesh' and sweetmeats of date juice and date molasses were well-known. As the demand was very high in the markets, most of the families of the villages would prepare it and by selling it contributed to their family income and reduced poverty. The male persons of this poverty stricken neglected area have chosen their path of self employment in this activity. This way of living still continues in the present time. This date juice and date molasses production has the potential to become an important economic activity.

খেঁজুরের রস সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি খেজুর গাছ থেকে সংগ্রহকৃত রস। বেশ মিষ্টি। শীতকালে সংগ্রহ করা হয়। রস হতে পিঠা, গুড়, ইত্যাদি তৈরি করা হয়। খেজুরের রস হতে তৈরি হয় গুড়। মিষ্টি জাতীয় খাবার। শীত কালে তৈরি হয় এবং সারা বছরই পাওয়া যায়। প্রচুর খনিজ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ (অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি) পর্যন্ত রস সংগ্রহ চলে। আবহাওয়া ঠান্ডা, আকাশ মেঘলা ও কুয়াশাময় থাকলে রস বেশি মেলে, স্বাদও বেশি থাকে। পৌষ-মাঘ মাসে (ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি) তাই সবচেয়ে বেশি রস পাওয়া যায়। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে রসের পরিমাণ ও মান কমতে থাকে। গাছের বয়স ৫ বছর হওয়ার সময় থেকেই রস সংগ্রহ শুরু করা যায়। গাছের বয়স, এলাকা বা মাটির প্রকারভেদ ছাড়াও একই মৌসুমের বিভিন্ন সময় ও গাছের যত্নের ওপর নির্ভর করে কেমন ও কতটা রস পাওয়া যাবে সেই ব্যাপারটি। পুরুষ গাছ স্ত্রী গাছের চেয়ে বেশি রস দেয়। এর রসও স্ত্রী গাছের তুলনায় বেশি মিষ্টি হয়। একটি মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান গাছ থেকে প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে ১৬০ কেজি রস ও ২০ কেজি গুড় পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ ২৫০ কেজি পর্যন্ত রস পাওয়া সম্ভব। গাছের বয়স ৫ বছর হওয়ার সময় থেকেই রস সংগ্রহ শুরু করা যায়। রস সংগ্রহ করতে গাছি অর্থাৎ রস সংগ্রাহকরা ধারালো ছুরি বা ছেনী দিয়ে গাছের একপাশে ২ ফুট জায়গা লম্বালম্বি মসৃণ করে কেটে ফেলেন। ৩-৪ দিন শুকানোর পর কাটা জায়গা আবার পাতলা করে চেঁছে সেখান থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। এভাবে প্রতি মৌসুমে একটি খেজুর গাছ থেকে ৫০-৬০ দিন রস সংগ্রহ করা যায়। হাজারী গুড় তৈরি করতে হলে কাটা জায়গাটিকে ২/১ দিন পর পর গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। রস সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত মাটির পাত্র দৈনিক চুন দিয়ে ধুয়ে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। গুড় সংরক্ষণের জন্য মাটির পাত্র ভালভাবে পাকিয়ে নিয়ে গুড় ভর্তি করে পাত্রের মুখ পলিথিন কাগজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। এভাবে রাখলে ৫/৬ মাস পর্যন্ত গুড় নষ্ট হয় না। গুড়ের রং হালকা করার জন্য অনেকেই সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড (হাইড্রোজ) ব্যবহার করে থাকেন যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

Ways of Date Juice collection

Date juice is collected from date trees. This juice is very sweet. It is collected in winter season. Date molasses and different kinds of 'Pithas' are made from this juice. Date molasses is prepared in winter and is found all the year round. It is rich in minerals and has a lot of food values. Date juice is collected from the third week of Ashwin to the first week of Baishakh (from the second week of October to the middle of April). More date juice is collected when it is colder. So Poush and Magh (December and January) are the best months to collect it. As the temperature increases, the quality and quantity of date juice decrease. Date juice can be obtained when a date tree reaches five years. Juice collection depends on the age of the tree, area, soil and on the nursing of the tree. Male trees give more juice than female trees. Besides, the juice of male trees is tastier. In every season at least 160 kilograms of juice (or 20 kilograms of molasses) can be collected from a middle aged and properly grown tree. The highest collection from a tree can be up to 250 kilograms of juice. The harvesters commonly known as 'gachhi' cut about two feet on one side of the tree vertically with a scythe like sharp tool. After 3 or 4 days that portion is again finely cut to get the juice. In this way in each season juice can be collected for 50 to 60 days. The earthen jar used to collect date juice is washed with lime and dried. Then to preserve the molasses, it is kept in earthen container the opening of which is wrapped with polythene so that it remains air tight. In this way molasses can be preserved for 5 to 6 months. To change the color and make it look attractive many people use Sodium Hydrogen Sulphide which is harmful for health.

খেঁজুরের গুড়ের প্রস্তুত প্রণালী

মাদারীপুর জেলায় খেঁজুর গাছ বেশি বলে এ জেলায় খেঁজুরের গুড় তৈরি গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেঁজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ করে রস প্রথমে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে একটানা কয়েক ঘন্টা আগুনে জ্বালানো হয়। এতে জলীয় অংশ বাষ্প হয়ে যায়। ধীরে ধীরে রসের রং লালচে হতে শুরুকরে। অবশেষে গুড় পাওয়া যায়। এ রসকে গুড় না বানিয়ে চিনিও বানানো যায়। গুড় চিনির থেকে কম মিষ্টি হলেও বেশি পুষ্টিকর। চিনির জন্য দুবার ফোটালে ঘন কালচে একটু তিতকুটে ভেলি গুড় (Second Molasses) পড়ে থাকে। আরো বেশি বার চিনি বের করে নিলে থাকে চিটে গুড় (Blackstrap Molasses), যার মধ্য প্রচুর ভিটামিন থাকলেও তেতো বলে সাধারণত গরুকে খাওয়ানো হয়।

The ways of preparing Date Molasses

As there are plenty of date trees in Madaripur, making date molasses has become a common economic activity in almost every family. The collected juice is heated for a few nursers at a stretch and ultimately it turns red and finally molasses is made. Sugar can also be made from date juice. Though molasses is less sweet than sugar, it is more nutritious. If the juice is boiled twice for sugar, second molasses is produced. If sugar is obtained more times, there remains black strap molasses, which though rich in vitamins are fed to cows for its bitter taste.

খেঁজুরের গুড়ের প্রকারভেদ

গুড়ের প্রস্তুত প্রণালীর উপর ভিত্তি করে গুড় কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ঝোলা গুড়, ভেলি গুড়, চিটে গুড়, পাটালি গুড় ও নোলেন গুড় ইত্যাদি

Kinds of Date Molasses

Date molasses can be divided into different categories on the basis of how it is produced; for example, liquid treacle, second molasses, blackstrap molasses, solid treacle and 'nolen gur'.

খেজুর রস আহরণ করার দৃশ্য
(Scene of Date Juice collection)

ব্র্যান্ডিং এর বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা

মাদারীপুরের খেঁজুরের গুড় বহুকাল পূর্ব হতে এ জেলার মানুষের নিত্য দিনের সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গুড়ের স্বাদ ও গন্ধ এ দেশের সকল জেলায় সুপ্রসিদ্ধ। এ পেশার সাথে মাদারীপুরের আনুমানিক ২.৫০ লক্ষ মানুষ ও ৫০ হাজার পরিবার জড়িত। বর্তমানে দেশের বাহিরেও এটি সমাদৃত হচ্ছে। এছাড়া বিশ্বের ১০ টির অধিক দেশে মাদারীপুরের খেজুরের গুড় বেসরকারি ভাবে রপ্তানি করা হচ্ছে। খেঁজুরের গুড়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মাদারীপুর খেজুরের গুড়ের জেলা হিসেবে এক নামে পরিচিত। এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে এ জেলা প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

Reasons for selecting Date Molasses as District Brand

The date molasses of Madaripur has been used as a delicious food item since immemorial. The taste and fragrance of the molasses of this district is well-known in all the districts of the country. About 2.5 lakh people and 50 thousand families are associated with this profession. Now it is being received eagerly even outside the country. Besides, date molasses of Madaripur is being exported privately in more than 10 countries. The popularity of date molasses is increasing day by day. Now Madaripur is well known as a district of date molasses. Proper investment in this sector will help this district to make a significant economic growth.

"খেজুরের গুড় বিক্রি করে আজিজুল হকের সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়ন"

"Bringing solvency in the family of Azizul Haq by selling Date Molasses "

মাদারীপুর জেলার গ্রাম অঞ্চলে শীতের সময়ে খেজুরের রস আহরণ এবং খেজুরের গুড় তৈরী একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। দারিদ্র্য পীড়িত এ অঞ্চলের অনেকেই এই পেশার সাথে যুক্ত হয়ে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। আজিজুল হক (৫০) তাদের একজন। তার নিবাস এই জেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের সাবেক গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনি এই পেশার সাথে প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে যুক্ত। কথা প্রসংগে আজিজুল হক বলেন যে, বর্তমানে খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং অনেকে এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজিজুল হক হতাশ নন। তিনি আশাবাদী। কারণ তিনি এই পেশা দিয়ে একটা বড় পরিবার চালাচ্ছেন এবং ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বহন করছেন। এটা তার কাছে স্বাধীন এবং লাভজনক পেশা। এই পেশার মাধ্যমে তিনি নগদ অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। এই পেশায় বিশেষ কোন নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, বেশি মুনাফার লোভে কিছু গাছি গুড়ের সাথে চিনি মিশিয়ে এর গুনাগুন নষ্ট করছে। তিনি মনে করেন রস ও গুড় আহরণের জন্য বেশি বেশি খেজুর গাছ রোপন ও পরিচর্যা করা দরকার যাতে করে ভবিষ্যতে লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

আজিজুল হক বলেন,"আমি প্রায় ২০/২২ বছর ধরে এই পেশার সাথে আছি এবং পূর্বে আমি প্রায় ৭০টির মতো গাছ কাটতাম। কিন্তু বর্তমানে গাছের সংখ্যা কমে তা ২৫টিতে দাড়িয়েছে। তবে আমি রস ও গুড়ের ভাল দাম পাচ্ছি। অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছি। বর্তমানে আমি এক হাড়ি রস ১৫০-২০০ টাকা বিক্রি করছি এবং এক কেজি গুড় ২৫০-৩০০ টাকা বিক্রি করছি। সর্বোপরি এটা বলা যায় যে খেজুরের রস আহরণ এবং খেজুরের গুড় তৈরী করা এই জেলার একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের লোকেরা সাংসারিক স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হচ্ছে। যথাযথ সরকারি সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এটি স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং মাদারীপুরের ঐতিহ্য রক্ষা করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

Collecting date juice (Khejurer Rosh) and preparing date molasses (Khejurer Gur) is a common activity in the rural areas of Madaripur. Many people of this poverty stricken area are engaged in this activity and have managed to change their life. Azizul Haq (50) is one of them. He lives in the village of old Gobindapur of Khoajpur Union under Madaripur District. He has been engaged with this profession for more than twenty years. Azizul Haq says that the number of date trees is decreasing day by day and many have left this profession.

But Azizul Haq is not hopeless. He is hopeful and earning a satisfactory amount of money by this activity. With the money he has been able to maintain a large family and also bearing the educational expenses of the children. To him it is a profitable profession. Without much investment. and with just manual labor, he is earning a satisfactory amount of money. He is earning cash money through his profession. This profession does not require cash amount.

Azizul Haq says, "I have been engaged with this profession for 20/22 years. Once I had 70 trees to collect date juice but now the number is only 25. But now I am getting a good price for my date juice and date molasses and am becoming beneficial financially. At present I am selling a middle size jar of date juice for Tk. 150-200 and 1 kg of date molasses for Tk. 250-300."

With sorrow Azizul Haq says that for more profit almost all the harvesters (gachhi) are mixing sugar with date molasses and thus destroying the quality of molasses. He says that more and more date trees should be planted and nursed properly so that people can be benefited.

Above all, it can be said that collecting date juice and preparing date molasses is a potential economic activity in this district. It is immensely helpful to the people of this region for their solvency in the family. In this regard, Government initiative and support is a must to strengthen the local economy and save the heritage of Madaripur.

উদ্যম গতিতে চলছে দৃশ্যমান স্বপ্নের পদ্মা সেতু

(The construction work of the visible dream Padma Bridge is going on rapidly)

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মাণাধীন একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে লৌহজং, মুন্সিগঞ্জের সাথে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর যুক্ত হবে, ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর-পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। পদ্মাসেতু এদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্প। দুই স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাস ব্রিজটির (Truss Bridge) ওপরের স্তরে থাকবে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরটিতে থাকবে একটি একক রেলপথ। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় নির্মিত হচ্ছে ৬১৫০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থের এই বৃহত্তর সেতুটি।

The Padma Bridge is a multipurpose under construction road-rail bridge across the Padma river in Bangladesh. It will connect Louhajong, Munshiganj to Shariatpur and Madaripur, linking the South-West of the country, to Northern and Eastern regions. As a developing country, Padma Bridge is the most challenging construction project in the history of Bangladesh. The two-level steel Truss Bridge will carry a four-lane highway on the upper level and a single track railway on a lower level. With 6150 m total length and 18.10 m width it is going to be the largest bridge in the Padma-Brahmaputra-Meghna river basins of country.

PADMA RIVER

পদ্মা নদী মূলত গঙ্গার নিম্ন স্রোতধারার নাম, আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় গোয়ালন্দ ঘাটে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলের পরবর্তী মিলিত প্রবাহই পদ্মা নামে অভিহিত। বাংলাদেশে গঙ্গার প্রবেশ স্থল (চাপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন শিবগঞ্জ উপজেলার মানাকোসা ও দুর্লভপুর ইউনিয়ন) থেকে নদীটি পদ্মা নামে বহুল পরিচিত। এই নামটি (পদ্মা) গঙ্গা নদীর ডান তীর থেকে বিভক্ত হয়ে আসা ভাগীরথী নামক শাখাটির উৎসস্থল পর্যন্ত ব্যবহৃত এবং হিন্দুমতে এই ধারাটিই গঙ্গার ধর্মীয় পবিত্রতা বহন করে। নদীজ ভূমিরূপ বিদ্যাগতভাবে যমুনার সাথে সঙ্গমস্থলের পূর্ব পর্যন্ত প্রবাহটিকে গঙ্গা নামে এবং সঙ্গমস্থল পরবর্তী নিম্নস্রোতধারাকে পদ্মা নামে অভিহিত করা অধিকতর সঠিক। পদ্মা কখনও কখনও ভুলবশত গঙ্গা নামে উল্লিখিত হয়।

The Padma is mainly the downstream of the Ganges, more precisely, the combined flow of the Ganges and the Jamuna after their confluence at Goalanda Ghat. In Bangladesh, it is popularly known as the Padma from its point of entrance at Manakosa and Durlabhpur unions of Shibganj upazila, Chapai Nawabganj district. This name (Padma) is sometimes applied to the Ganges as far up as the point at which the Bhagirathi leaves its right bank, and according to the Hindus, it bears the sanctity of the Ganges with it. It is hydro graphically more correct to use the name Ganges to refer to the river up to its confluence with the Jamuna, and the downstream after the confluence as the Padma.

LIFE IN MADARIPR
জীবনযাত্রায় মাদারীপুর

পদ্মার রূপালি ইলিশ

Hilsa of The Padma

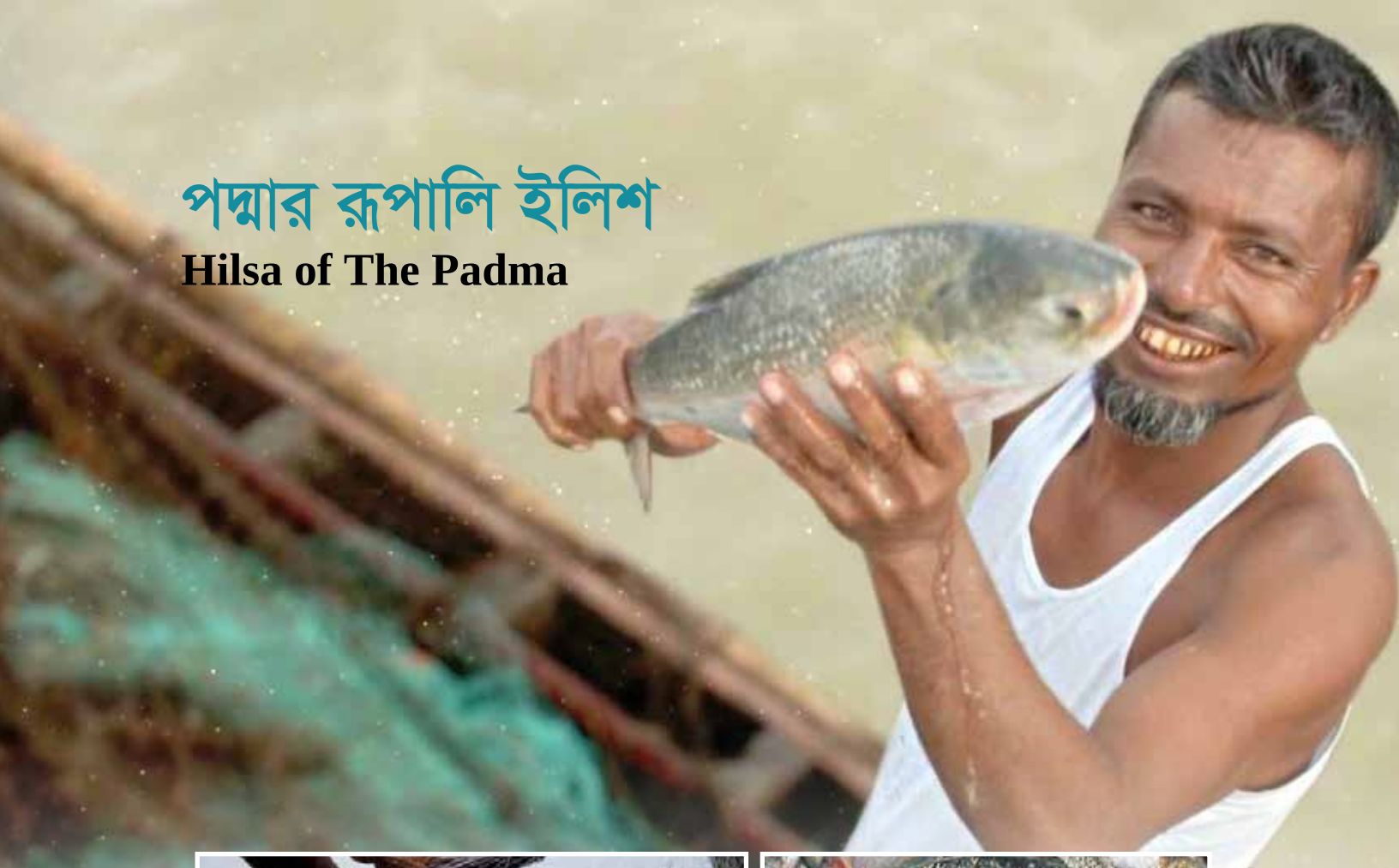

বিশ্বের অন্যতম সুস্বাদু মাছ ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ এবং বিশ্বের উৎপাদিত মোট ইলিশের ৮০ ভাগ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। পদ্মার রুপালি ইলিশের দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা ও সুনাম রয়েছে। পদ্মা নদীর মাদারীপুর জেলার অংশে প্রতি বছর প্রায় ১ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়।

Tenualosa ilisha, one of the most delicious fishes in the world, is the national fish of Bangladesh and 80% of the total hilsa produced in the world is found in Bangladesh. Hilsa of the Padma is in great demand and reputation in the country and abroad. The part of Madaripur district on the Padma River produces about 1,000 metric tons of hilsa every year.

কৃষিতে মাদারীপুর

Agriculture of Madaripur

পাট

সোনালী আঁশ হিসেবে পরিচিত পাট এ দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। পদ্মার অববাহিকায় পলল ভূমি দ্বারা গঠিত অঞ্চলসমূহ পাট চাষের উপযুক্ত ভূমি হিসেবে বিবেচিত। মাদারীপুর জেলার সমগ্র ভূমি পদ্মার উর্বর পলল দ্বারা গঠিত হওয়ায় এটি পাট চাষের জন্য উপযুক্ত অঞ্চল। মাদারীপুরে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে ১ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপাদিত হয় যার বেশিরভাগই তোষা জাতের পাট। সারা দেশের মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ১৫ ভাগ পাট মাদারীপুরে উৎপাদিত হয়।

Jute

Jute, also known as golden fiber, is one of the richest crops in the country. Areas formed by alluvial lands in the Padma Basin are considered suitable lands for jute cultivation. As the entire land of Madaripur district is formed by fertile sediments of Padma, it is a suitable area for jute cultivation. 1 lakh metric tons of jute in about 50,000 hectares of land are produced in Madaripur every year, most of which is Tosha Jute. About 15% of the total jute of the country is produced in Madaripur.

গম উৎপাদনে মাদারীপুর

Wheat Production in Madaripur

খাদ্যশস্য হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে গমের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দেশের অন্যান্য জেলার সাথে তাল মিলিয়ে মাদারীপুর জেলাতেও গম চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জেলায় পূর্বে গম চাষ হলেও বর্তমান সময়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদারীপুরে বারি জাতের গম সব থেকে বেশি উৎপাদিত হয়। এ জেলায় প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে গম চাষ করা হয় এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

In recent time for increasing demand of wheat as a food grain, the amount of wheat cultivation has also increased in Madaripur district in line with other districts of the country. Although wheat was cultivated in the district earlier, the current production has been increased at a significant rate. Bari wheat is produced mostly in Madaripur. Wheat is cultivated in about 40,000 hectares of land in the district every year and the annual production is about 250,000 metric tons.

মাদারীপুর জেলার নতুন সম্ভাবনাময় ফসল
New Potential Crops in Madaripur District

ড্রাগন ফল

ড্রাগন ফল বাংলাদেশে ফল চাষে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি ফল। দ্রুত বর্ধনশীল গাছ, সৌন্দর্য বর্ধনকারী ফুল ও পুষ্টিকর ফলের জন্য ড্রাগন ফলের চাষ দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অন্যান্য জেলার ন্যায় মাদারীপুরে ড্রাগন চাষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মাদারীপুর জেলার সকল উপজেলায় ড্রাগন চাষ শুরু হলেও মাদারীপুর সদর ও কালকিনিতে ড্রাগন চাষ বেশি হয়। মাদারীপুর জেলায় প্রতি বছর প্রায় ৩ হেক্টর জমিতে ৫ মেট্রিক টন ড্রাগন ফল উৎপাদিত হয়।

Dragon fruit has great potential for fruit cultivation in Bangladesh. The cultivation of dragon fruit has gained popularity day by day for its fast growing trees, beauty enhancing flowers and nutritious fruits. Like other districts, dragon cultivation has gained popularity in Madaripur. Although dragon cultivation has started in all the Upazilas of Madaripur district, it is more prevalent in Madaripur Sadar and kalkini. Madaripur district produces 5 metric tons of dragon in about 3 hectares of land every year.

মাদারীপুর জেলায় উৎপাদিত পেঁয়াজ

Onion Production in Madaripur District

১১৪৪.৯৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট জেলা হলেও মাদারীপুর পেঁয়াজ উৎপাদনে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। মাদারীপুর জেলার সমগ্র অঞ্চলে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় তবে কালুখালী, পাংশা ও বালুয়াকান্দিতে পেঁয়াজ উৎপাদন বেশি হয়। এ জেলায় তাহেরপুরী, লালতির কিং ও মুড়িকাটা এ তিন জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হলেও মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ সব থেকে বেশি উৎপাদন হয়। মাদারীপুর জেলায় প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয় যা দেশের মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের প্রায় ১৪ ভাগ।

Although a small district with an area of 1144.96 sq km, Madaripur district is the third largest district in the country in onion production. Onion is produced in the entire region of Madaripur district but the production is higher in Kalukhali, Pangsha and Baliakandi. Taherpuri, Lalti King and Murikata onions are produced in this district but Murikata typed onion is much produced in Madaripur. Madaripur district produces 350,000 metric tons of onions in about 30,000 hectares of land every year which is about 14 percent of the total production of the country.

মাদারীপুরের বিভিন্ন ফসল

Different Crops of Madaripur

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মাদারীপুর

Small and cottage industries in Madaripur

উৎসব ও সংস্কৃতিতে মাদারীপুর
Festivals and culture of Madaripur

সুবল বিশ্বাস রচিত ‘ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস’ পান্ডুলিপির অংশ বিশেষ

মাদারীপুরে ভাষা আন্দোলন

ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন-সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কারণে মাদারীপুর পরিচিত ছিল “চিতোর অব বেঙ্গল” নামে। ভাষা আন্দোলনের জন্য ঢাকায় গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে মাদারীপুরের কৃতি সন্তান ডা. গোলাম মাওলা ছিলেন অন্যতম। তাঁর অনুপ্রেরণায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র ডা. সিরাজুল হক তোতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র হাবিবুর রহমান চাঁদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল মান্নান সিকদার (সলিমুল্লাহ হলের ক্রীড়া সম্পাদক) মাদারীপুরে আসেন। এসময় ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার মত মাদারীপুরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, আইনজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য অনেককে পুলিশী নির্যাতনের পাশাপাশি মামলা, জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। চাকুরিচ্যুত করা হয় ইউনাইটেড ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে। এমনকি প্রশাসনের নির্দেশে একাধিক ছাত্রকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তবুও তাঁরা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। বাঙালি জাতি তাঁদের চিরকাল স্মরণ করবে।

প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বাঙালির ওপর অন্যায় অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। কিন্তু বাঙালি জাতি প্রতিবারই তাদের অন্যায়-অত্যাচারের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যার প্রকৃত সাক্ষী। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত পাকিস্তান নামের দু'টি রাষ্ট্র জন্ম নেয়ার পর শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। অবশ্য ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত ১৯৫২ সালের বহু আগে। অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯০১ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকার করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯১৮ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিশ্ব ভারতীয় সম্মেলনে উপমহাদেশের সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জোর দাবি পেশ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে মাওলানা আকরম খাঁ, ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিস, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ভাষা চিন্তাবিদগণ আন্দোলনের পথ সুগম করেছিলেন।

During the British rule, Madaripur was known as ‘Chittor of Bengal’ due to its struggle and political affiliation. Dr. Golam Maula, One of the greatest sons of Madaripur, was one of the members of the Sorbodolio Rashtrabhasha Sangram Parishad formed in Dhaka for the language movement. Inspired by him, Dr. Sirajul Haque Tota, second year student of Dhaka Medical College, Habibur Rahman Chad, student of International affairs of Dhaka University and Abu Mawnan Sikder (sport secretary of Salimullah hall) student of Dhaka University visited Madaripur. During this time, like other districts including Dhaka, students of different schools and colleges, lawyers, teachers, politicians and others of Madaripur played a role in the language movement. For taking part in language movement, many local people faced police harassment and had to endure prison torture. The Headmaster of United Islamia High School was fired. Even at the direction of the administration, many students had been rusticated from the school. Yet they had made history by taking part in the language movement. The Bengali nation will remember them forever.

Early period: 1947 to 1951

Since the partition of 1947, the ruling class of Pakistan had been running a steamroller of unjust oppression on the Bengali nation. But every time the Bengali nation has responded harshly against their unruly oppression. The language movement of was the real witness. The language movement began on 14 August 1947 with the birth of two states, India and Pakistan. However, the language movement started long before 1952. That is, the journey of language movement started from 1901. In 1901, Syed Nawab Ali Chowdhury addressed a Provincial Education Conference in Rangpur calling for the recognition of Bangla language at the national level. In 1918, Dr. Muhammad Shahidullah at the World Indian Conference strongly demanded the establishment of Bengali as the common language of the subcontinent. Maulana Akram Khan in 1937, Tamuddun Majlish in 1947, Dhirendranath Dutta and linguists paved the way for the movement. The student movement of Madaripur

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে মাদারীপুরের ছাত্র যুবসমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এ আন্দোলনে মাদারীপুর জনপদের মানুষের ভূমিকাও ব্যাপক।

তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সাব কমিটির আহ্বানে ১৯৪৮ সালেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মাদারীপুরেও আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস নেতা নরেশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় মাদারীপুরের চরমুগরিয়া মার্চেন্টস স্কুল থেকেই প্রথম জিন্নাহ'র 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা' ঘোষণার প্রতিবাদ ওঠে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি চরমুগরিয়া বন্দরের রাশিবাবু বাজারে (বর্তমানে নদীভাঙ্গনে বিলীন) প্রথম প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন বেলা ১১টায় চরমুগরিয়া মার্চেন্টস স্কুলের প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ ছাত্র একটি মিছিল নিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করতে করতে রাশিবাবু বাজারের স্টিমার ঘাট পর্যন্ত যায়। বিক্ষোভ শেষে ওই বাজারে সমাবেশ করে। চরমুগরিয়া মার্চেন্টস স্কুলের ছাত্র সরদার আবুল ফজল, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, আব্দুল লতিফ তায়ানী, সৈয়দ আলী, আবদুল হাই তালুকদার, নির্মল সেন, আবদুর রহমান তালুকদার, মতিয়ার রহমান মাস্টার, ফজলুর রহমান খান, ডা. আবদুল হক, শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায়, নিরোদ বিহারী গুহ, আজাহার মুন্সী, আবদুস সাত্তার মুন্সী, সীতানাথ সাহা ওই বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী (পূর্ব পাকিস্তান) ধর্মঘট পালন করে। সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে মাদারীপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। চরমুগরিয়া মার্চেন্ট উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং অত্র অঞ্চলের মধ্যে পুরাতন ও ছাত্র সংখ্যা বেশি হওয়ার সুবাদে সকল আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল স্কুলটি। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতি চান পোদ্দার, হেমচন্দ্র রায় এবং হাজী অছিমউদ্দিন তালুকদার। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (০২.০১.১৯৩১ হতে ২৭.০৬.১৯৪৮)। তিনি এ সময় ছাত্রদের পাশে থেকে ভাষা আন্দোলনে সাহস যুগিয়েছেন।

শুরু থেকে ভাষা আন্দোলনে মাদারীপুরে নেতৃত্বে ছিলেন মৌলভী আচমত আলী খান, অধ্যাপক মু. মতিয়ার রহমান বাদশা, অধ্যাপক সরদার আবুল ফজল, ডা. সিরাজুল হক তোতা, সূফি আবদুল

was deeply involved in the 1952 language movement. The role of the people of Madaripur in this movement was huge.

At the call of the State Language Sub-Committee comprising of Tamaddun Majlis and East Pakistan Muslim Chhatra League, a movement was started in Madaripur in 1948 demanding to make Bengali the state language. Inspired by Congress leader Naresh Dasgupta, first protests erupted over the announcement of Jinnah 'Urdu will be the state language' from Charmugaria Merchants School in Madaripur.

The first protest meeting and demonstration was held on 23 February 1948 at Rashibabu Bazar(now destroyed by river erosion) in the port of Charmuguria. At 11 a.m. that day, about 350 to 400 students of Charmugira Merchants School marched in a procession to the steamer ghat of Rashibabu Bazar with various slogans. At the end of the protest, they gathered in the market. Students of Charmugira Merchants School Sardar Abul Fazal, Abdul Mannan Bhuiyan, Abdul Latif Tayani, Syed Ali, Abdul Hai Talukder, Nirmal Sen, Abdur Rahman Talukder, Matiar Rahman Master, Fazlur Rahman Khan, Dr. Abdul Haq, Shailendya Chandra Roy, Nirs Bihari, Azhar Munshi, Abdur Sattar Munshi, Sitanath Saha led the protest rally. On March 11, 1948 the statewide (East Pakistan) strike was observed. The strike was observed in all educational institutions of Madaripur on the call of Sangram Committee. Charmuguria Merchants High School was established in 1931 and was the center of all movements in the area due to its old age and large number of students. The school was founded by eminent businessmen Moti Chan Poddar, Hemchandra Roy and Hajji Ashim Uddin Talukder. The founding Headmaster of the school was Dwijendranath Sengupta (02.01.1931 to 27.06.1948). He gave courage to the language movement from the side of the students at this time. Maulvi Achmat Ali Khan, Prof. Md. Matiur Rahman Badsha, Prof. Sardar Abdul Fazal, Dr. Sirajul Haque Tota, Sufi Abdul Quader, Abdul Wahab Majnu, Abdul Hai Talukder led the language movement in Madaripur from the very beginning. They inspired the students in the language movement. Maulvi Achmat Ali Khan was in the lead role. Due to his strong role, the language movement in Madaripur started gaining momentum. ATM Nurul Haque, Abul Fazal Khan, Amjad Ali, Ahmed Master, Abdur Rashid, Siraj Sardar, Habibur Rahman Chan were also present. Maulvi Achmat Ali Khan, Abdul Wahab Majnu and Abdur Rashid were arrested for leading the language movement. From April 7, 1951, the movement intensified. At that time Nazimuddin College, the only institution of higher education in Madaripur, was newly established and the number of students in the college was less. That was

কাদের, আবদুল ওহাব মজনু, আবদুল হাই তালুকদার। তাঁরা ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মূল ভূমিকায় ছিলেন মৌলভী আচমত আলী খান। তাঁর বলিষ্ট ভূমিকায় মাদারীপুরে ভাষা আন্দোলন বেগবান হতে থাকে।

আরো ছিলেন এটিএম নূরুল হক, আবুল ফজল খান, আমজাদ আলী, আহম্মদ মাস্টার, আবদুর রশিদ, সিরাজ সরদার, হবিবুর রহমান চান । ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মৌলভী আচমত আলী খান, আবদুল ওহাব মজনু ও আব্দুর রশিদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

১৯৫১ সালে ৭ এপ্রিল থেকে এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ওই সময় মাদারীপুর উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান নাজিমউদ্দিন কলেজ নতুন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল কম। যে কারণে চরমুগরিয়া মার্চেন্টস হাই স্কুলের ছাত্রদের সমন্বয়ে ভাষা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে ইউনাইটেড ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মুখ্য ভূমিকায় চলে আসে। তখন ওই স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ শত। স্কুল থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এটিএম নূরুল হক। এ জন্য তাঁকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদের সভা বসতো শহরের পুরান বাজার ডা. রকিবউদ্দিন আহম্মদের চেম্বারে। এখান থেকেই মাদারীপুরে ভাষা আন্দোলনের কর্মসুচি গ্রহণ করা হতো। কখনো কখনো চরমুগরিয়া ও মাদারীপুরে আলাদাভাবে কর্মসূচি পালিত হতো।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির আহুত ধর্মঘট চলাকালে ঢাকার ছাত্রদের ওপর গুলির সংবাদ মাদারীপুরে পৌছায় ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের শহরে পরিণত হয় মাদারীপুর ও চরমুগরিয়া বন্দর ও শিবচর। ইউনাইটেড ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে (সাবেক গোসাইবাড়ি, বর্তমান মাস্টার কলোনির পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসের গুদাম সংলগ্ন) প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন নাজিমউদ্দিন কলেজের মেধাবী ছাত্র শামসুল আলম। বক্তব্য রাখেন রাইমোহন, সূফি আবদুল কাদের, সরদার আবুল ফজল। একই দিন চরমুগরিয়া মার্চেন্টস হাই স্কুল মাঠে প্রতিবাদ ও শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ ও শোক সভা করার অনুপ্রেরণা দেন চরমুগরিয়া মার্চেন্টস হাই স্কুলে ওই সময়ের প্রধান শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র দাস। এ কারণে তাঁকে তৎকালীন প্রশাসনের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। স্কুলের এসএসসি (১৯৫২) পরীক্ষার্থী আবদুল হাই তালুকদার ও ছাত্রনেতা আবুল ফজল খান, ডা. আবদুল হক, নির্মল সেন, আজাহার মুন্সী, সীতানাথ সাহা, আহাম্মদ মাতুব্বর, রাধাবলভ সাহা'র নেতৃত্বে ৪০০ শতাধিক ছাত্র একটি শোক মিছিল নিয়ে রাশীবাবু বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে এক ইউরোপিয়ান সাহেবের সাথে দেখা হলে ছাত্রনেতারা তার জুতা খুলে হাতে নিয়ে হাটতে বাধ্য করেছিলেন। ওই ইউরোপিয়ান সাহেব ছিলেন পাটের আমদানি-রপ্তানি কাজে ব্যবহৃত রাশীবাবু বাজার স্টিমার ঘাট দেখাশোনার দায়িত্বে। থাকতেন নয়ারচর বাংলোতে। ওইদিন তিনি চরমুগরিয়ার নয়ারচর বাংলো থেকে রাশীবাবু বাজার স্টিমার ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে ফিরে শিবচর নন্দকুমার হাই স্কুলের ছাত্ররা

why United Islamia High School had become a major center of the language movement among the students of Charmugira Merchant High School. At that time the number of students in that school was seven hundred. ATM Nurul Haque, an eighth grade student of the school, led the movement from the school. For this, he was made the convener of the Student Struggle Council. The meeting of this Sangram Parishad was held in the chamber of Dr. Rakib Uddin Ahmed, the old bazaar of the city. From here the program of language movement was taken in Madaripur. Sometimes the programs were celebrated separately in Charmugira and Madaripur.

On February 21, 1952 the news of students being shot to death during the strike called by the 'State Language Action Committee' reached Madaripur the next day (22 February). Madaripur, Char Muguria port and Shibchar became vibrant with protests. A protest meeting was held at the United Islamia High School ground (The former Gosaibari, on the south bank of the pond of the present Master Colony adjacent to the warehouse of the Public Health Engineering Office). The protest meeting was presided over by Shamsul Alam, a meritorious student of Nazim Uddin College. Roy Mohan, Sufi Abdul Quader and Sardar Abul Fazal spoke. Protests and rallies were held on the same day at Charmugria Merchants high school grounds. The then Headmaster of Charmugria Merchants High School Nibaran Chandra Das inspired the protest and mourning meeting. Due to this he had to face the wrath of the then administration. The school's SSC (1952) examinee Abdul Hai Talukder and student leader Abul Fazl Khan, Dr. Abdul Haque, Nirmal Sen, Azhar Munsi, Sitanath Saha, Ahmad Matubbor, Radhabalav Saha along with more than 400 students led a mourning procession to Rashibabu Bazar. On the way, when they met a European gentleman, the student leaders forced him to take off his shoes and walk. That European gentleman was in charge of overseeing the Rashibabu Bazar steamer wharf used for the import and export of jute. He used to live in Nayarchar Bungalow. He was on his way to Rashibabu Bazar Steamer wharf from Nayarchar Bungalow in Charmugaria on that day.

Shibchar Nandakumar High School students strike on February 22 after returning from Dhaka to make Bengali the state language. On that day, more than one and a half thousand students of different schools of Shibchar Thana staged a demonstration with the national flag in their hands. A protest meeting was held at Nandakumar High School ground in the afternoon. A student leader named Md. Mosharraf Hossain presided over the protest meeting. Golam Mostafa Akhand, Amir Hossain, Matiar Rahman Mollah, Manik Munshi delivered speech.

Originally, the movement intensified from February 24 to February 28 in Madaripur. Processions and meetings continue every day in Madaripur. Police tortured on

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ধর্মঘট পালন করে। ঐ দিন শিবচর থানার বিভিন্ন স্কুলের দেড় সহস্রাধিক ছাত্র জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিকেলে নন্দকুমার হাই স্কুল মাঠে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন মো. মোশারফ হোসেন নামের এক ছাত্রনেতা। বক্তব্য রাখেন গোলাম মোস্তফা আখন্দ, আমির হোসেন, মতিয়ার রহমান মোল্লা, মানিক মুন্সী।

মূলত: ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুরে আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে। প্রতিদিন মাদারীপুরের সর্বত্র মিছিল মিটিং চলতে থাকে। মহকুমা প্রশাসকের নির্দেশে ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন বেড়ে যায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মিছিলের সময় সদর জামে মসজিদ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আবদুল ওহাব মজনুকে। জুলুম-নির্যাতন যত বাড়তে থাকে দিন দিন ছাত্র সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ভাষা আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে।

ওই সময় মাদারীপুর মহকুমা প্রশাসক ছিলেন কাজী মহব্বত আলী। বাঙালি অফিসার হয়েও তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলন বিরোধী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের কারণে তিনি ক্ষিপ্ত হন। ইউনাইটেড হাইস্কুলের গভর্নিং বডির মাধ্যমে ধর্মঘটটি নেতৃত্বস্থানীয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে মাথাপিছু দুই পয়সা করে জরিমানা করা হয়। এতে ছাত্ররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পক্ষ নেওয়ায় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করার কারণে বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ আখন্দকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আটক করে আদালতে নেওয়া হলে কোর্টের সকল আইনজীবী তাঁর পক্ষে মামলা শুনানীতে অংশ নিলে বিচারক তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন। মামলায় জামিন পেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে মুসলিমলীগ নেতাদের প্ররোচনায় তাঁকে স্কুল থেকে বিতারিত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন ও লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়।

প্রতিটি আন্দোলনে মাদারীপুরের ছাত্র-যুব সমাজ যে ভূমিকা রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের বীজ নিহিত ছিল ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সাথে। এক কথায় ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই আসে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ কারণে যুগ-যুগ ধরে আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে খ্যাত মাদারীপুরকে বলা হয় "চিতোর অব বেঙ্গল"। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষে যত বিপ্লবী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাদারীপুরের সন্তান।

students increased at the behest of the sub-divisional administrator. Abdul Wahab Majnu was arrested from Sadar Jame Mosque area during a procession on the afternoon of 28 February. As the oppression increased, the number of students increased day by day and the language movement became stronger.

Kazi Mohabbat Ali was the Madaripur sub-divisional administrator at that time. Despite being a Bengali officer, he was against the language movement. He was outraged by the strike at the educational institution. He directed the governing body of United High School to take action against the leading students of the oppression. Each student was fined two paisa per head for absenteeism. The students became more enraged and declared rebellion. Abdul Hamid Akhand, the then Headmaster of the school, was suspended and arrested on corruption charges for taking the side of the students and cooperating directly and indirectly in the language movement. When he was arrested and taken to court, all the lawyers of the court took part in the hearing of the case on his behalf and the judge released him on bail. Despite being granted bail in the case, the school authorities later started a conspiracy to expel him from the school at the instigation of Muslim League leaders. In protest, the students called for movement and continuous strikes.

The role played by the student and youth community of Madaripur in every movement was undeniable. The seeds of the 1970 general election were sown with the 1952 language movement. In a word, the general election of 1970 and the liberation war of 1971 came up following the ladder of the language movement. For this reason, Madaripur, known for centuries as the base of the movement, is called "Chittor of Bengal". Many of the revolutionaries in the anti-British movement in India were children of Madaripur..

ভাষা সৈনিক

ভাষা সৈনিক ডা. গোলাম মাওলা

ভাষা সৈনিক ডা. গোলাম মাওলা ১৯২০ সালের ২০ অক্টোবর তৎকালীন অবিভক্ত ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার নড়িয়া থানার পাড়োগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী আব্দুল গফুর ঢালী এবং মাতা ছুটু বিবি। ৫ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। নড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও মাদারীপুর শহরে ছিল তাঁদের বসবাস।

ডা. গোলাম মাওলা শরীয়তপুরের জাজিরা থানার পাঁচুখারকান্দি প্রাইমারী স্কুল থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি নড়িয়া বিহারীলাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৪১ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএসসি এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে বিএসসি পাস করেন। ডা. গোলাম মাওলা ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূ-তত্ত্ববিদ্যায় এমএসসি এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি মাদারীপুরে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি গরীব দু:খীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ গঠন করা হলে ডা. গোলাম মাওলা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে ২৩তম সদস্যের পদ লাভ করেন। ২ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বিপক্ষে ভোট হলে যে চারজন ছাত্রনেতা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ভোট দেন ডা. গোলাম মাওলা তাঁদের অন্যতম। ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত করা হয়। তিনিই প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ভাষা সৈনিক ডা. গোলাম মাওলা ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভিপি।

ভাষা সৈনিক ডা. গোলাম মাওলা ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টের উপ-নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২৯ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মাদারীপুরে তাঁর নিজ বাস ভবনের সামনে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ডা. গোলাম মাওলাকে ১৯৯৪ সালে ভাষা সৈনিক ও রাজবন্দী পরিষদ থেকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ভাষা সংগ্রামের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে একুশে পদক ২০১০ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

Language activist Dr. Golam Mawla

Dr. Golam Mawla, an active participant in the Language Movement of 1952, was born in the village Poragacha in Naria thana of the then undivided Faridpur district's Madaripur mahakuma on 28th October, 1920. His father is Abdul Gafur Dhali and his mother Chutu Bibi. He was second among five siblings. Although he was born in Naria, his family used to live in Madaripur.

Dr. Mawla started his education life in Pachurakabdi Primary School of Zazira thana of Shariatpur. He completed his SSC from Naria Biharilal High School in 1938, ISC from Jagannath College in 1941, BSC in 1943 from the same college and MSC in Geology from Kolkata University in 1946 and finally MBBS from Dhaka medical in 1954. He was engaged in the medical profession in Madaripur since 1956. He used to provide free treatment to the poor.

During the establishment of Student League on 4th January 1948, Dr. Golam Mawla was appointed as the founding Vice President. He was the 23rd member of the Sharbodoliyo Rastro Bhasha Shongram Parishod (All Party National Language Action Committee) which was created on 31st January, 1948. He was one of the four student leaders who voted in favour of the violation of 144 act on 21st February of 1952 in the committee's meeting on 2nd February. He was elected as the convener of Sharbodoliyo Shongram Parishad (All Party Action Committee) & Chatra Shongram Parishad (Student Action Committee). He played an important role in the building of Shaheed Minar, a memorial to commemorate the language martyrs. Dr. Golam Mawla was also a VP in the Dhaka Medical College.

Dr. Golam Mawla was also elected as a member of the provincial assembly in the East Bengali Legislative Election of the United Front in 1956. He died in Dhaka medical college on 29th May 1967. He was buried in Madaripur in his home ground. He was awarded by the Bhasha Sainik and Rajbondi Parishad in 1994 for his contribution in the language movement. Dr. Golam Mawla was also awarded the Ekushey Padak in 2010 posthumously.

ভাষা সৈনিক
Language activist

গোলাম মোস্তফা আখন্দ রতন
Golam Mostafa Akondo Ratan

ভাষা সৈনিক গোলাম মোস্তফা আখন্দ রতন বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক অন্যতম সৈনিক। ১৯৪৮ সালে মায়ের ভাষা বাংলাকে গ্রাস করার অপচেষ্টার শুরু থেকেই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে মাদারীপুর-এর শিবচরের ছাত্র সমাজ। আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ফরিদপুর, শরীয়তপুর ও বরিশালে। ১৯৫২-র রক্তঝরা ঢাকার রাজপথের সেই মিছিলেও অংশ নেয় শিবচরের শিক্ষার্থীরা। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও বরিশালের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক'শ ছাত্রের তালিকা করা হয়। তৎকালীন বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র গোলাম মোস্তফা আখন্দ রতন এর আহবায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রয়ারী তার নেতৃত্বে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বরিশাল ও শিবচরের দুই শতাধিক ছাত্র নিয়ে আন্দোলনে অংশ নিতে ঢাকায় যান। মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকতেই কার্জন হলের সামনে পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি শুরু হয়। এ সময় মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্ররা মাটিতে শুয়ে জীবন রক্ষা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে ফিরে শিবচর নন্দকুমার হাই স্কুলের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ধর্মঘট পালন করে।

Language activist Golam Mostafa Akondo Ratan is one of the soldiers of language movement for Bangla. In 1948, the student community of Shibchar under Madaripur became quite protestant from the beginning of vicious attempts of swallowing down our Mother tongue Bangla. As the movement developed, the waves spread to Faridpur, Sariyotpur & amp; Barisal. The students of Shibchar also took part in the 1952's procession on the bloody Dhaka highway. A list of hundreds of students was made from different educational institutions of Madaripur, Shariatpur & Barisal for taking part in the language movement. Student Golam Mostafa Akondo Ratan of the then Barisal BM College became the convener of this. 21 st February of the year 1952, he went to Dhaka, leading a number of greater than 200 students of Madaripur, Shariatpur, Barisal Shibchar along with him to participate in the movement. After leading the procession into Dhaka University area, Police started firing guns towards the procession when it was at the front of Karjan Hall. At that time, students who took part in the movement laid at the ground to save their own lives. After returning from Dhaka on 22 February, students of Shibchar Nandakumar High School went on strike demanding to make Bengali the state language.

আবদুল হাই তালুকদার
Abdul Hai Talukdar

ভাষা সৈনিক
Language activist

ভাষা সংগ্রামী আবদুল হাই তালুকদার ছিলেন ৫২'র ভাষা আন্দোলনে মাদারীপুর জেলার ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের একজন। ছাত্র জীবনে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল তাঁর জীবনের বড় অর্জন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ও সংগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন তিনি। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এই ছাত্রনেতার সম্পর্কে কোন লেখালেখি হয়নি। বড় বড় মানুষের ভীড়ে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নামও নেই। অথচ জেলা পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এরাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৫২ সালের উত্তাল দিনে আবদুল হাই তালুকদার ছিলেন চরমুগরিয়া মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী। ভাষা আন্দোলনের তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তি। বয়সের ভাড়ে নুয়ে পড়েছেন। তিনি বর্তমানে খুব অসুস্থ অবস্থায় চরমুগরিয়ার নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন।

Language activist Abdul Hai Talukder was one of the leaders of the language movement of Madaripur district in the language movement of 52. Participating in the language movement in the student life was a great achievement of his life. He involved himself in the demand and struggle to make Bengali the state language. There is no writing about this student leader who led the language movement. His name is not even in the pages of history in the crowd of big people. However, by leading the language movement at the district level, they have established Bengali as the state language. In the turbulent days of 1952, Abdul Hai Talukder was an SSC candidate of Charmugaria Merchants High School. He is a living legend of the language movement. He has fallen under the weight of age. He is currently staying at his home in Charmugaria in a very ill condition.

জীবিত ভাষা সংগ্রামী
Living language struggler

এটিএম নূরুল হক খান
ATM Nurul Haque Khan

ভাষা সংগ্রামী এটিএম নূরুল হক খান ছিলেন ৫২'র ভাষা আন্দোলনে মাদারীপুর জেলার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিলেন তিনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ও সংগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তিনি যুব ও ছাত্র সমাজকে এক ছাদের নিচে এনেছিলেন। ছাত্র থাকা অবস্থায় তাঁর মতো নীতিবান, সাহসী, ত্যাগী ও সংগ্রামী নেতা মাদারীপুরে বিরল। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে ৩ বার ১১ মাস কারা ভোগ করেছেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তৎকালীন সরকার তাঁকে রাস্টিকেট করেছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন বহু সংগ্রাম করে ১৯৬৫ সালে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে তিনি ছিলেন অনড়।

The famous fighter of the language movement, ATM Nurul Haque Khan was a convener of the Madaripur district student struggle council, social worker, politician, and an elected public representative of the Madaripur district. He was one of the leaders of the language movement. Participation in the language movement was a major achievement of his life. He brought the youth and students under one roof by involving himself in the demand and struggling to make Bengali the state language. He was the rarest example of an idealist, courageous, selfless, and struggling leader during his time of studentship in Madaripur. He had been in jail three times for eleven months each time for his leadership in the language movement. But because of his leadership in the language movement, he was rusticated by the then government that put an end to his education for good. Later on, after struggling for a long time, he was allowed to sit for the examination in 1965. He was unshaken in the claim of making Bengali the state language. He got the opportunity to visit the Soviet Union during his political career. He is a living legend of the language movement. He has grown old and currently living in a rented small house in Mirpur in Dhaka.

ঝাউদী জমিদার বাড়ি সংলগ্ন বধ্যভূমি

এ আর হাওলাদার জুট মিলের মাঠে কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে থাকা বধ্যভূমির গাছ দুটি

বধ্যভূমি
Execution Ground

মাদারীপুর সদর উপজেলায় এবং রাজৈর উপজেলায় অসংখ্য বধ্যভূমি বা গণকবর রয়েছে। এরমধ্যে সদর উপজেলার কুকরাইল মৌজার এ.আর. হাওলাদার জুট মিলের অভ্যন্তরে বৃহৎ বধ্যভূমি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ.আর. হাওলাদার জুট মিলের অভ্যন্তরে স্থাপিত তিনতলা ডি-টাইপ বিল্ডিং ছিল পাক হানাদার বাহিনীর টর্চার সেল। এখানেই ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাসহ অগণিত মুক্তিকামী নারী-পুরুষকে নির্যাতনের পর হত্যা করে টর্চার সেলের পশ্চিম পাশের মাঠে মাটি চাপা দেয়া হয়। বর্তমানে এই স্থানটি জেলার বৃহৎ গণকবর এবং টর্চার সেলখ্যাত ডি-টাইপ বিল্ডিংটি এখন র‍্যাব-৮ ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া যেসব বধ্যভূমির খোঁজ পাওয়া গেছে, তারমধ্যে আছে সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের পূর্ব কলাগাছিয়া সুষেন হালদারের বাড়ির পুকুর পাড়, ঝাউদী জমিদার বাড়ি সংলগ্ন বধ্যভূমি, রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামের কেষ্ট বৈদ্যের বাড়ির পুকুর পাড়, আমগ্রাম ইউনিয়নের পাখুল্য গ্রামের রাসুগাটিয়ার বাড়ির পুকুর পাড়, কদমবাড়ি ইউনিয়নের গণেশ পাগলের সেবা আশ্রমের পূর্ব পাশে পুকুর পাড়, খালিয়া ইউনিয়নের সেনদিয়া গ্রামের আলেক ফকিরের বাঁশঝাড় (বুড়ির ভিটা) সংলগ্ন খালের সংযোগ স্থান, সেনদিয়া এলাকার সিদ্দিক মাতুব্বরের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, শচীন বারিকদারের বাড়ির দক্ষিণ পাশে খালের পাড়, ডা. রাসু বারিকদারের বাড়ির পাশে বাগানের ভেতরের খাল পাড়, ছাতিয়ান বাড়ি গ্রামের পূর্ণ চন্দ্র বৈদ্যের বাড়ির উত্তর পাড় প্রভৃতি।

A huge number of execution grounds and mass graveyards are found in Madaripur Sadar and Rajoir Upazila. Among them the execution ground of A.R. Hawladar Jute Mill of Kukrail Mouja of Sadar Upazila is the biggest. At the time of the Liberation war of 1971, D-type 3 storied building placed in A.R. Hawladar Jute Mill was used as torture cell of Pakistani Military Force. Here, during the 9 months of Liberation war, along with freedom fighters, a lot of men and women were killed by torturing and were buried in the west side field of the torture cell. At present, this place is the biggest mass graveyard and the D-type building once used as a torture cell, nowadays, is being used as RAB-8 camp. Besides this, there were more execution grounds found, which are the pond side of the Sushen Haldar's house of east kolagachiya of Kendua Union of Sadar Upazila, the Pond side of Keshto Baida's House of Kamlapur Village of Bazitpur Union Of Rajoir Upazila, Execution ground adherent to Jhaudi Jamidar Bari, the pond side of Rasugatia's house of Pakhulla Village of Amgram Union, the pond side in the east of Ganesh Pagla's service monastery of Kadambari Union, the connecting place of the 3 adjoined canal of Alek Fakir's bamboo Bush (Buri's land) of Senadia village of Khaliya Union, the south-east corner of Siddik Matubbor's house of Senadia Union, the bank of the canal of south side of Sachin Barikdar's House, the bank of the canal inside the garden, beside Dr. Rasu Barikdar's house, the north side of Purna Chandra Baida's house of Chatian Bari village etc.

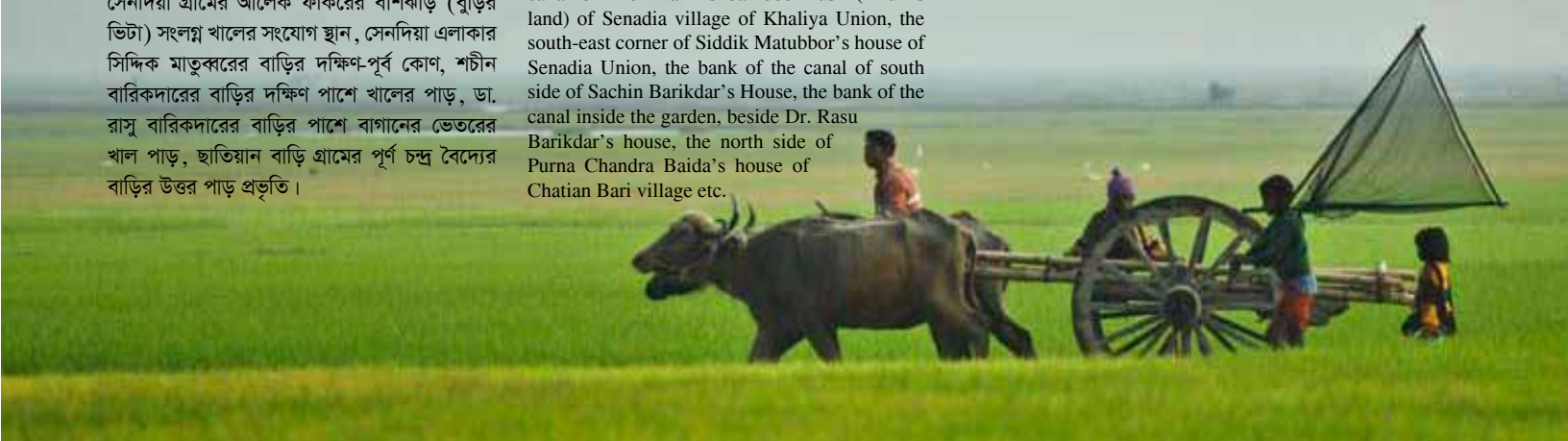

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির অন্যতম ক্ষেত্র ছিল মাদারীপুর মহকুমা। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে মাদারীপুরে সংগ্রাম পরিষদ প্রথম পতাকা পুড়িয়ে পাকিস্থানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাকে মাদারীপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ মার্চ "জয় বাংলা" বাহিনী গঠন করেন। মাদারীপুর সংগ্রাম কমিটির ১৫০ জন যুবককে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৭ এপ্রিল আগরতলায় প্রেরণ করা হয়। ভারতে যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যায় তাদের মধ্যে মাদারীপুরের যুবকেরা সর্বাগ্রে গমন করেন। জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবদুর রাজ্জাক এবং মুক্তিবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান। এছাড়া মাদারীপুরের সংগ্রামী নেতা ফনীভূষণ মজুমদার, সাহসী মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান খান 'খলিল বাহিনী' নামে নিজস্ব বাহিনী গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা দুর্জয় সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ কিছু সংঘর্ষ হয় এ জেলায়। মাদরীপুরের মুক্তিযোদ্ধারা একজন মেজর ও একজন ক্যাপ্টেন সহ ৪০ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে আটক করে।

মাদারীপুরের সংঘটিত বিশেষ যুদ্ধসমূহ:

১. টেকেরহাট প্রতিরোধ।
২. কলাবাড়ি যুদ্ধ।
৩. দিগনগর ফেরিঘাটের যুদ্ধ।
৪. কালকিনি ও শিবচর থানা আক্রমন।
৫. সমাদ্দারের যুদ্ধ।
৬. সিদ্দিখোলা ব্রিজ অপারেশন।

Madaripur sub-district is one of the most important political fields of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It was in Madaripur, where the Madaripur Sangram Parishad severed ties with the government of Pakistan by burning flags on 1st March 1971 in protest of Yahia Khan's suspension of parliamentary session. On 10th March, the Madaripur Chatra Sangram Parishad formed the "Joy Banga" battalion after Bangabandhu called for independence in his 7th March 1971 speech. 150 youths of the Madaripur Sangram Parishad were sent to Agartala on 17th April under the leadership of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The youths of Madaripur were the first ones to go among those who went to India for guerilla warfare training. Abdur Razzak & Divisional Commander led the liberation war on national level. Another brave leader of the liberation war was Fanibhushan Majumder and Khalilur Rahman Khan who formed his own battalion named "Khalil Bahini". During the liberation war they showed their indomitable bravery and sacrifice for the country. During the war of liberation, some direct encounters were held between the freedom fighters and the Pakistan army in Madaripur. The freedom fighters of Madaripur captured 40 Pakistan soldiers including a Major and a Captain.

Special War taken place at Madaripur:

1.Takergat Resistance
2. Battle of Kalabari.
3. War of the Dignigar Ferry Ghat.
4. Kalkini and Shibchar police stations attack.
5. Battle of the conservatives.
6. Siddichola bridge operation.

মাদারীপুর জেলার স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ
Prominent Personalities of Madaripur District

হাজী শরীয়তউল্লাহ

Haji Shariatullah

১৭৮১-১৮৪০

বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৭৮১ সালে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম প্রচারক, ধর্ম সংস্কারক এবং সাধক। তার পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কা শরীফ গমন করেন এবং সেখানে সুদীর্ঘ বিশ বছর ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে একজন সুদক্ষ আলেম, খ্যাতিমান আরবি ভাষাবিদ এবং ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে সংস্কার অভিযান পরিচালনা করেন। গড়ে তোলেন এক অনন্য সংগঠন ফরায়েজী আন্দোলন। তার ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিক রুপ লাভ করে। সে সময় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুসলমান কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি তার কর্মীদের সংগঠিত করেন। তার এ আন্দোলন পূর্ব বঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৪০ সালে বাহাদুরপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

The founder of 'Faraizi' Movement in Bengal Haji Shariatuallah was a political figure, a preacher of religion, a religious reformer and a sufi-saint. He was born in the village of Shamail in the Bahadhurpur Union under Shibchar Upazilla in the district of Madaripur in 1781. His father was Abdul Jalil Talukder. At the age of eighteen he went to the holy Makka and gained profound religious knowledge for a long period of twenty years and came back to the country as a religious scholar, famous Arabic linguist and islamic thinker. After coming back to the country, he devoted himself to the preaching of Islam and launched reform works in the superstitious Muslim society and started a unique movement- The 'Faraeji Movement. His religious movement gradually turned into a social and political movement. At that time the lives of the poor Bengal farmers became unbearable because of the oppression of the zaminders and indigo planters. He died in 1840

হাজী শরীয়তউল্লাহর স্মৃতিভূমি

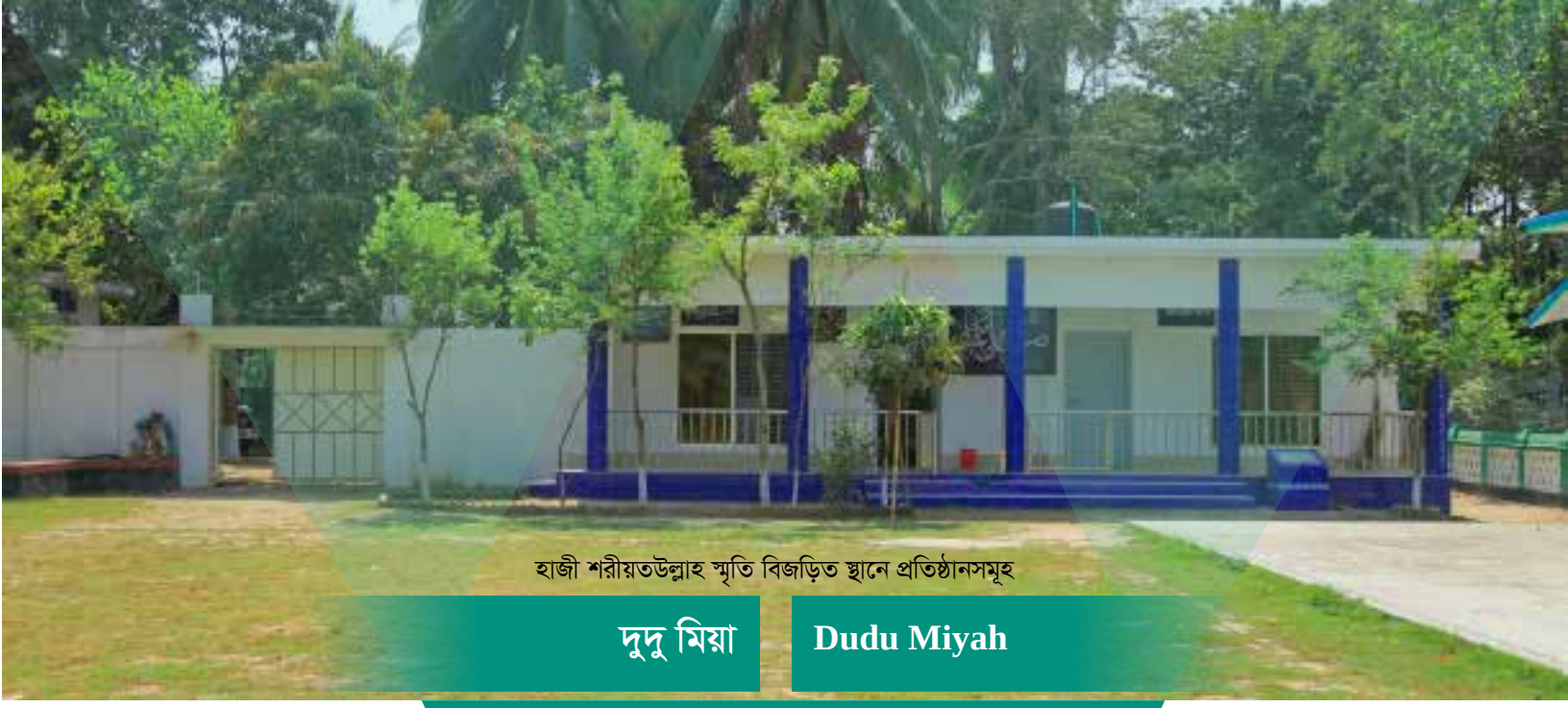

হাজী শরীয়তউল্লাহ স্মৃতি বিজড়িত স্থানে প্রতিষ্ঠানসমূহ

দুদু মিয়া

Dudu Miyah

১৮১৯-১৮৬২

হাজী শরীয়তউল্লাহর একমাত্র পুত্র দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ১৮১৯ সালে মাদারীপুর জেলার শ্যামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহসীনউদ্দীন। ১৮৪০ সালে পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন এর নেতৃত্ব লাভ করেন।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি পায় পাঁচ বছর মক্কায় অতিবাহিত করে ১৯ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন। এসময় দেশের পরিস্থিতি ছিল জটিল। হিন্দু জমিদার, ইউরোপীয় নীলকর, রক্ষণশীল উলেমা এবং সাবেকি (পুরাতন) মুসলিম সমাজের সাথে ফরায়েজীরা সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এ সকল গোষ্ঠী পৃথক পৃথকভাবে এবং কখনও যৌথভাবে ফরায়েজীদের আক্রমণ করত। এ সংঘর্ষে সরকারও জমিদার নীলকরদের পক্ষ নিত।

ফরায়েজীরা যাতে কার্যকরভাবে বিরোধীদের মুখোমুখি হতে পারে সেজন্য তিনি সনাতন স্বশাসিত সংগঠন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন, এ বাহিনীর মাধ্যমে তিনি জমিদার ও নীলকরদের ভাড়াটে বাহিনীর শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেন। ফলে ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দুই দশক ফরায়েজী এলাকায় শান্তি বিরাজ করে।

পিতার আর্থ-সামাজিক নীতি অনুসরণ করে দুদু মিয়া ঘোষণা করেন জমির মালিকানা কৃষকের। তাঁর এ ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের কৃষকরা ফরায়েজী আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। গ্রামভিত্তিক খিলাফত সংগঠনের মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ সমাজের লোকদের ঝগড়া বিবাদ কমিয়ে আনেন এবং আপসমীমাংসা সাধন করেন।

দুদু মিয়াকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব এর পর সরকার বন্দি করে। ১৮৬১ সালে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কলকাতার নিকটবর্তী আলীপুর জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। ১৮৬২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

Dudu Miyah was born in 1819 in a village of Madaripur of greater Faridpur district. Dudu Mia's real name was Muhsinuddin Ahmad, Dudu Miyah (1819-1862) succeeded to the leadership of the Faraizi Movement at the death of his father, Haji Shariatullah, in 1840.

He spent about five years at Makka for schooling and at the age of 19 come back. It was a very critical moment of serious confrontation of the Faraizis with the Hindu landlords, European Indigo Planters, conservative Ulama and the Sabiqi or the non-Faraizi Muslim society, who began to attack the Faraizis individually as well as in combination, in which the government sided with them.

To confront the opponents of the Faraizis effectively, he revived the traditional self-governing organisation of Panchayet System for minimizing discord in the countryside, to check and control local disputes by good-will compromises and arbitration. He organised a corps of Lathiyals (affray fighters), with whose help he broke the power of the mercenary and hired clubmen of the zamindars and Indigo Planters so completely that for the two decades from 1838 to 1857 peace and tranquility prevailed all over the Faraizi areas.

Following the socio-economic policy of his father, Dudu Miyah declared that the land belongs to the tiller'. This attracted the attention of all denominations of down trodden peasantry and irrespective of religion and caste all peasantry focked around him as the supporters of the Faraizi movement. With the help of his core-khilafat organisation, he minimized the quarrels of the people in the rural society, arbitrated their disputes, summoned and tried the culprits in khilafat courts and enforced the judgments effectively.

After the break up of the Sepoy Revolt in 1857, the government arrested him and kept him under detention at the Alipore Jail near Calcutta till he was set free in 1861. He died in Dhaka in 1862

বাহাদুরপুর মাদানীয়া শরীয়াতিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Sunil Gonggopaddhyay

১৯৩৪-২০১২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর (২১ ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ) মাদারীপুর (বৃহত্তর ফরিদপুর) জেলার মাইজপারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ববর্তী চার দশক তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা-ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষা-ভাষী এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একই সঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক। তার কবিতার বহু পংক্তি সাধারণ মানুষের মুখস্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় " নীললোহিত" "সনাতন পাঠক" ও "নীল উপাধ্যায়" ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র চার বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "একা এবং কয়েকজন" এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হলো "অর্ধেক জীবন", "অরণ্যের দিনরাত্রি", "অর্জুন", "প্রথম আলো", "সেই সময়", "পূর্ব-পশ্চিম", "ভানু ও রাণু", "মনের মানুষ" ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য তিনি "কাকাবাবু-সন্তু" নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি ভারতের জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাহিত্য একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গ শিশুকিশোর একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

Sunil Gonggopaddhyay was born in the village of Maijpara of Madaripur (Greater Faridpur) district on 7 September, 1934. He was a prominent Bengali literary figure in the later half of the twentieth century. Before his death in 2012, he was widely known to the Bangla speaking population as one of the greatest personalities of Bangla literature for four decades. This Bangladesh born Indian littérateur was at a time a prose writer, a poet, a novelist,a short-story writer, an editor, a journalist and a columnist who produced many memorable works. He is one of the main poets of Bengali literature of post Jibananando era. He is at the same time modern and romantic. Many of his poems are written for ordinary people. Sunil Ganggopaddyay used Pseudonym "Nillohit" "Sanatan Pathak" and "Neel Upadhyay" etc.

Sunil Ganggopaddyay came to kolkata at the age of four. Since 1953, he started editing a poem called Krittivas. His first volume of poetry `Eka abong Kawekjon' and his first novel 'Attoprokas' was published in 1966. Some of his worth mentioning books are 'Sei Somoy' 'Pourbo Paschim', Arjun, Prothom Alo, Bhanu and Ranu, Moner Manus etc. In childhood he was the author of a popular intelligence series "Kakababu-Santu". Before his death in 2012 he was the president of the Indian Literary Organization- Literary Academy and West Bengal children Academy.

ডা. জোহরা কাজী

Dr. Zohra Kazi

১৯১২-২০০৭

অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মহিলা ডাক্তার। তার পৈতৃক নিবাস মাদারীপুর জেলার গোপালপুর গ্রামে। তিনি ১৯৩৫ সালে দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS পাস করেন। তিনি MBBS পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং তাঁর এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে ভাইসরয় পদক দেয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে সহকারী সার্জন হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরে তিনি তাঁর পৈতৃক নিবাসে চলে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আবাসিক সার্জন (গাইনি) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তাকে বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং লন্ডন থেকে সফলভাবে DRCOG ডিগ্রি ও পাকিস্তান থেকে FCPS ডিগ্রি লাভ করেন। অত:পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অবসটেট্রিকস ও গাইনিকলোজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, CMH ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজেও কাজ করেন। তিনি ছিলেন মহিলা শিক্ষার অগ্রদূত। তিনি নারীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন এবং ফলশ্রুতিতে MBBS কোর্সে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। পেশার প্রতি নিষ্ঠার কারনে ১৯৬৪ সালে তাকে তগমা-ই-পাকিস্তান পুরষ্কার দেওয়া হয়। তিনি বেগম রোকেয়া পদক এবং একুশে পদকও লাভ করেন। তাঁকে বাংলাদেশের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলা হয়।

Was the first Bengali Muslim woman doctor of the then undivided Bengal. Her ancestral home is at the village of Gopalpur in Madaripur. She obtained her MBBS degree in 1935 from Lady Hardinge Medical College in Delhi. She stood first class first in the MBBS Examination and was awarded ` the Viceroy Medal' for her outstanding perfomance in the MBBS Final Examination. Dr. Zohra Kazi served in different hospitals of the then India as assistant surgeon for long 13 years. After the Partition in1947,she came back to her ancestral home and joined Dhaka Medical College and Hospital in 1948 as Resident Surgeon (Gynae). She was awareded scholarship in 1955 and successfully obtained DRCOG degree from London and completed her FCPS from Pakistan. Then she joined Dhaka Medical College and Hospital as Professor and Head of the department of Obstetrics and Gynecology. She also worked in The Holy Family Red-Cristen Hospital,CMH and Bangladesh Medical College. She was a pioneer in woman education and played a pivotal role in imparting education to women folk in Medical Science which substantially increased the number of enrollment of girl students in MBBS course. Because of her dedication to the profession, she was awarded Taghma-E-Pakistan in 1964. She was also awarded Begum Rokeya Padak and Ekushey Padak. She is called the Florence Nightingale of Bangladesh.

ড. এফ.আর খান

Dr. F. R Khan

১৯২৯-১৯৮২

বিশ্বখ্যাত স্থপতি ড. ফজলুর রহমান খান ওরফে ড. এফ আর খান ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিল মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভান্ডারীকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিখ্যাত শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান।

১৯৫০ সালে ড. এফ আর খান আহসান উলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বুয়েট) থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। ১৯৫৩ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং ১৯৫৫ সালে তাত্ত্বিক ও ফলিত মেকানিক্সে এম.এস করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

আমেরিকার শিকাগো শহরের পৃথিবীর উচ্চতম ১১০ তলা সিয়ার্স টাওয়ারের স্থপতি হওয়ার সুবাদে তাঁর নাম সাড়া বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ড. এফ আর খান শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের রেকর্ডে ৪বার ম্যান অব দি ইয়ার সনদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার ড. এফ আর খানের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এবং প্রবাসে বসে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে স্বাধীনতা পদক পুরস্কার প্রদান করে। বিশ্বনন্দিত স্থপতি ড. এফ আর খান ১৯৮২ সালের ২৬ মার্চ অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

World famous architect Dr. Fazlur Rahman Khan (Dr. F. R Khan) was born in Vandari Kandi village of Shibchar Upazila of Madaripur district on the 3rd of April in the year 1929. His Father Khan Bahadur Abdur Rahman Khan was famous Islamic thinker and educationists.

In the year 1950, Dr. F. R khan passed engineering as a first class first from Ahasan Ullah Engineering College (BUET). In 1953 he passed in civil engineering and in 1955 he passed M.A in Theoretical and applied Mechanics. In 1973, he achieved PhD degree from North Western University. His name spread worldwide because of The Sears Tower, world's highest 110 Storied building in the Chicago City of America.

Dr. F. R. Khan was the head of the department of Architecture of university of Illinois of Chicago. Because of his outstanding achievements, in the record of engineer's, he achieved "Man of the Year" certificate for 4 times.

In 1971, at the time of the war of liberation of Bangladesh, he organized and led the Bengali Immigrant. In 1999, Bangladesh Government, for the recognition of Dr. F.R. Rahman's endowment and special contribution in the war of liberation, awarded him with the "Shadinota Podok" (Independence award). World-famous architect Dr. F. R. khan died at an inauspicious time on 26th of March in the year 1982.

মাদারীপুর জেলার অন্যান্য কৃতি ব্যক্তিত্ববর্গ
Other meritorious personalities of Madaripur district

কৃতি ব্যক্তিত্ব ঃ

- **শাহ মাদার** (১৩-১৪ শতাব্দী)- প্রখ্যাত সূফী সাধক;
- **কেদার রায়** (১৫ শতাব্দী)- বার ভূঁইয়ার অন্যতম ও বিক্রমপুর পরগনার জমিদার;
- **আলাওল** (১৫৯৭-১৬৭৩)- মহাকবি;
- **অম্বিকাচরণ মজুমদার** (১৮৫১-১৯২২)- বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি (১৯১৬);
- **পুলিন বিহারী দাস** (১৮৭৭-১৯৪৯)- ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান (১৯০৭-১০);
- **স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ** (১৮৯৬-১৯৪১খ্রি.)- স্বদেশী যুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী ও বীর সাধক।
- **ফণীভূষণ মজুমদার** (১৯১০-৮১খ্রি.)- এমএলএ, এমপিএ, মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, মন্ত্রী।
- **স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান;** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন (৩) নম্বর আসামী ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক।
- **মৌলভী আচমত আলী খান** (১৯০৭-৯৩খ্রি.)- এমপিএ, এমপি; বঙ্গীয় গভর্নর মেডেল (১৯৪৩) প্রাপ্ত; মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (২০১৬) প্রাপ্ত।

Famous Person :

- **Sha Madhar :** (13-14 Century) Renowned Shufi Shadhak;
- **Kedar Roy :** (15 Century) One of the most important Baro Bhuyan & Jamidar of Bikrampur Pargana.
- **Alawol :** (1597-1673)- Great Poet;
- **Ambika Charan Mojumder :** (1851-1922) Prominent politician and social worker; President of Indian National Congress (1916).
- **Pulin Bihari Das** (1877-1949) Head of Dhaka Onushilon Association of Anti British Terrorist Movement (1907-10);
- **Swami Pronabananda Moharaj :** (1896-1941) Renowned revolutionary and hero of Swadeshi Movement.
- **Fonibhushion Mojumder :** (1910-1981); MLA, MPA and member & Minister of Mujibnagor Caretaker Government.
- **Steward Muzibur Rahman:** The third accused of Agartala conspiracy case and one of the organizers of liberation war.
- **Moulavi Achmat Ali Khan:** (1907-1993) MPA, MP: Obtained Bengal Governor Medal (1943) and after death got Independence Day Award (2016).

প্রশাসনিক গোড়াপত্তন

ব্রিটিশ প্রশাসনিক গোড়াপত্তনের পূর্বেও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে এই অঞ্চল বিভিন্ন শাসক শাসন করেন। চতুর্থ শতাব্দীতে মাদারীপুর অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে রাজা শশাংক ও হর্ষবর্ধন এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সম্রাটগণ এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী নড়িয়া দখল করে নেন। এর পর শুরু হয় মুসলিম শাসকদের যুগ। তারপর মোঘলদের আক্রমণ ঘটে এ অঞ্চলে। মোঘল সেনাপতি মুরাদ খান ১৫৭৪ সালে ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) ও বাকলা (বাকেরগঞ্জ) দখল করেন। কিন্তু এরপরও সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে মোঘল শাসন ততোটা স্থায়ী ও সংহত হয়নি। আজকের ফরিদপুর সহ এ অঞ্চল তখনই প্রকৃতপক্ষে মোঘলদের অধিকারে আসে এবং মোঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত তাঁরা এ অঞ্চল শাসন করেন।

১৮৫৪ সালের ২ নভেম্বর তারিখে নৌদস্যুতা বা জলদস্যুদের দমনের জন্য মূলফতগঞ্জ (মাদারীপুর) মহকুমা সৃষ্টি করে বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর প্রায় ২১ বছর পর ১৮৭৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মাদারীপুর মহকুমা বাকেরগঞ্জ হতে ফরিদপুর জেলায় যুক্ত হয়। ১৯০৯ সালে মাদারীপুর মহকুমা থেকে গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়াকে পৃথক করে গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে ভেঙ্গে শরীয়তপুর মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে মহকুমা বিলুপ্ত হয়ে মাদারীপুর জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

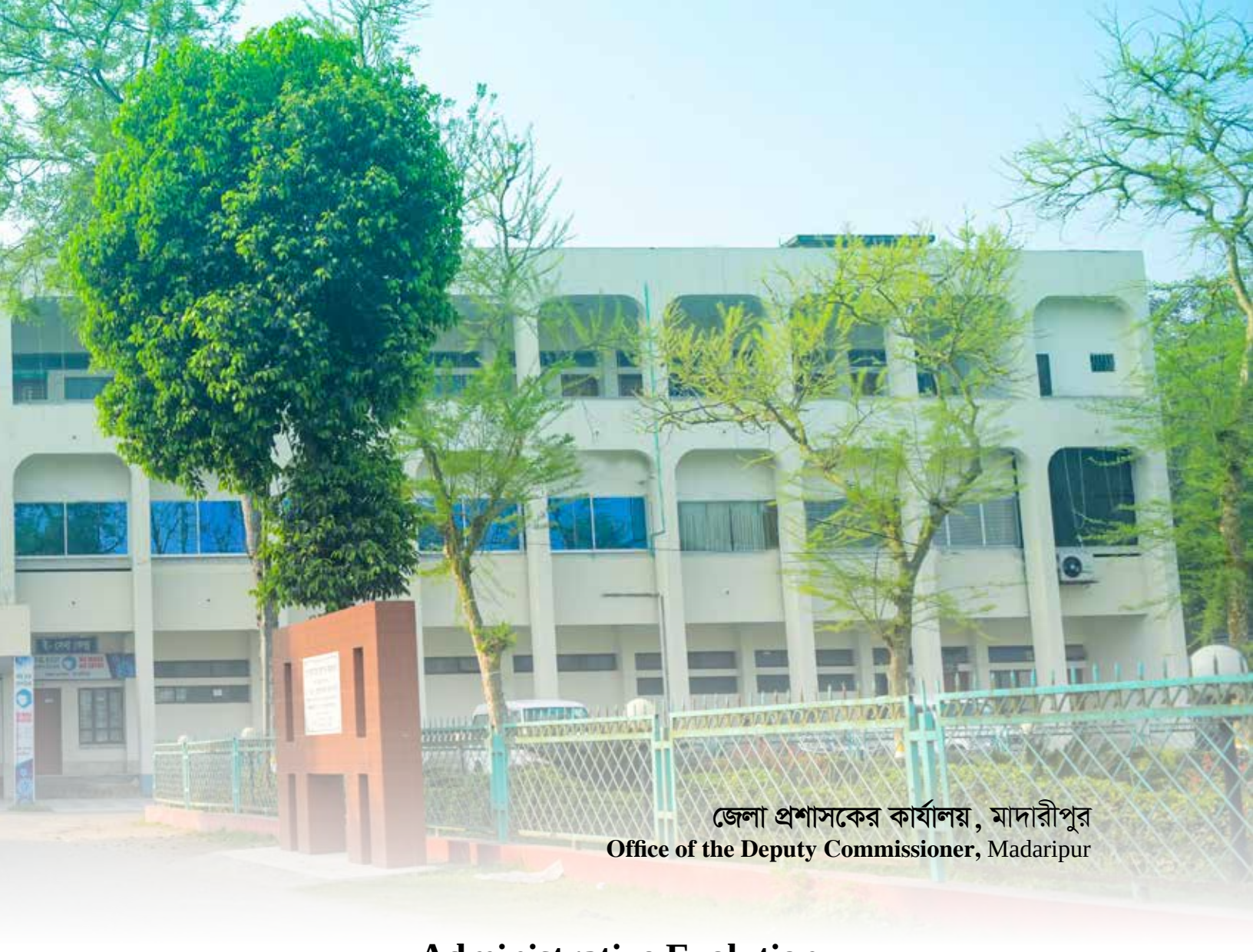

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
Office of the Deputy Commissioner, Madaripur

Administrative Evolution

This region as a very important domain, was ruled by different rulers even before the establishment of the British Empire. The Madaripur region was assimilated within the Gupta Empire in the fourth century A.D. The kings Shashank and Harshabardhan ruled the area in the seventh century and the Buddhist rulers ruled in the 9th and 10th century A.D. In 1204 Ikhtear Uddin Muhammad Bin Bakhtiar Khilji took over the capital city of Naria and it was the beginning of the Muslim rule in the region. Then the Mughals attacked the area. The Mughal commander Murad Khan took control of the Fatahabad (Faridpur) and Bakla (Bakerganj). But still the Mughal rule was not enduring and coherent during the reign of the Mughal ruler Akbar. On 2nd November 1854, Mulfotganj (Madaripur) was incorporated as a sub-district of the District Bakerganj to check the pirates in the region. Then after a period of 21 years, on 8th September 1875, Madaripur was reallocated under the district of Faridpur instead of Bakerganj. Then Gopalganj and Kotalipara were separated from Madaripur and the Gopalganj sub-district was formed in 1909. In 1977 Madaripur sub-district was disintegrated to create the Shariatpur sub-district. Finally on 1st March 1984, as a result of the administrative rearrangement, Madaripur sub-district was dissolved and re-emerged as a district.

শকুনী লেক এর পাশে অবস্থিত জাতির পিতার ম্যুরাল

মাদারীপুরের শকুনী লেকের ইতিহাস

মাদারীপুর জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম শকুনি লেক। শহরের মাঝখানে বিশাল এলাকাজুড়ে এ লেকের অবস্থান। কৃত্রিম এ লেকটি যে কোন দেশি-বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নগরায়ণের প্রয়োজনে এক সময় খনন করে এই লেক তৈরী করা হয়। বর্তমানে এর চার পাশের সৌন্দর্য সবার মন কাড়ে। লেক পাড়ের চার পাশে নানা ধরনের গাছ-পালা এর সৌন্দর্য বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে। সৌন্দর্য পিপাসু অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে এসে প্রতিদিন এই লেকের পাড়ে আড্ডা জমান। সকাল বেলার নির্মল হাওয়া আর বিকেলের হাজার মানুষের পদচরণায় লেকের পাড় হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ঢল নামে শকুনি লেকে। রাত ১০-১১ টা পর্যন্ত মুখর থাকে লেকের পাড়। এ লেকের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বর্তমানে এটি দেখার জন্য জেলার বাহির থেকেও লোকজন আসে। কৃত্রিমভাবে এই লেক সৃষ্টি করা হলেও সময়ের ব্যবধানে নিজে নিজেই সেখানে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক চিত্র। মাদারীপুর শহরের মাঝামাঝি শকুনি নামক এলাকায় ২০ একর জমির ওপর চল্লিশ দশকের দিকে লেকটি খনন করা হয়। পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় যখন মাদারীপুর শহরের অস্তিত্ব বিলীন হতে চলেছে তখনি ঐতিহাসিক এ শহরকে তৃতীয়বারের মতো রক্ষা করার লক্ষে ১৯৪৩ সালে খনন করা হয় এ লেক। চল্লিশের দশকে এ অঞ্চলে মাটিকাটা শ্রমিকের অভাব থাকায় ২০ একর আয়তনের এই লেক খনন করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে ২ হাজার শ্রমিক ভাড়া করে আনে। এখনো এটি এ অঞ্চলের দীর্ঘতম লেক হিসেবে পরিচিত। বহিরাগত যে কেউ মাদারীপুর শহরে প্রথম প্রবেশ করেই এই লেকের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। দর্শনার্থী এবং পর্যটকরা সহজেই এই সুন্দর শকুনি লেকের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, কফি হাউস, বর্ণিল ঝর্ণা, এবং ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পান। প্রচন্ড তাপদাহে দূর-দূরান্ত থেকে এসে অনেকেই গা জুড়িয়ে নেন লেকের স্বচ্ছ জলে। রাতে শকুনি লেকের নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ।

মাদারীপুর শকুনি লেক (Madaripur Shakuni Lake)

History of Shakuni Lake Madaripur.

Shakuni Lake is one of the most scenic places of Madaripur district. It is located in the middle of the town covering a vast area. This artificial lake draws the attention of any tourist of home and abroad. The lake was excavated for urbanization. At present the beauty around it attracts all. Different kinds of trees standing beside the lake have enhanced its beauty. People who are fond of beauty come here from distant places and make it a meeting place for them. The lake becomes an alluring place because of the fresh air of the morning and the footsteps of thousands of people make it vibrant. People of all ages come here in a large number. The lake par remains crowdy till 10-11 pm. The name and fame of the lake has spread everywhere. People from outside the district also come here to visit it. Although this Lake is made artificially but its natural beauty remains vivid. When the destruction of the Padma and the Arial Khan was threatening the existence of Madaripur town during the `40s this lake was dug for the third time in 1943 to save it. During the `40s as there was crisis of soil digging laborers, two thousand laborers were hired from Bihar and Urisha of India by the then British Administration. A huge number of laborers finished its digging after nine months' work. Still now this lake is the largest lake of this area. Anybody from outside becomes charmed entering this town and seeing the beauty of the lake. The visitors and the tourists easily find the coffee house,the colorful shower,the watch tower and the portrait of Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman in the big beautiful Shakuni Lake. In scorching heat many cool their body with the clean water coming from the distance. The natural beauty of Shakuni Lake at night is really excellent.

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ, মাদারীপুর
Bangabandhu Law College, Madaripur

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
(Academic Institutions)

সরকারি সুফিয়া মহিলা কলেজ, মাদারীপুর

Govt. Sufia Womens College, Madaripur

মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর
Madaripur Govt. College, Madaripur

সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
Sayed Abul Hossain University College,
Madaripur

ঐতিহ্যবাহী ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর।
যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করেছেন।
Historic Govt. United Islamia High School, Madaripur.
where The Father of the Nation Bangabandhu Seikh Mujibur Rahman studied in class Seven.

স্বনামধন্য ডনোভান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর
The renowned Donovan Govt.Girls High School, Madaripur

স্বনামধন্য সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ, ডাসার, কালকিনি, মাদারীপুর

The reputed Govt. Sheikh Hasina Academy and Women's College, Dasar, Kalkini, Madaripur

মাদারীপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত **বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল**

Biam Laboratory School, run by Madaripur District Administration.

শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (এসপিটিআই), মাদারীপুর।

Ship Personnel Training Institute SPTI, Madaripur.

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি),
মাদারীপুর।

Technical Training Center
(T.T.C), Madaripur.

ওয়াজেদা-কুদ্দুস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
পাঁচখোলা, মাদারীপুর।

Owazeda-Kuddus Welfare Foundation
Panchkhola, Madaripur.

আচমত আলী খান স্টেডিয়াম
Achmot Ali Khan Stadium

মাদারীপুরের নদী

River of Madaripur

পদ্মায় সূর্যাস্ত
Sunset in The Padma

পদ্মা তীরবর্তী মাদারীপুর জেলায় পদ্মা নদী সংলগ্ন চর ও তীর থেকে পদ্মার সূর্যাস্তের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন ভ্রমণপিপাসু পর্যটকগণ।

In Madaripur district on the banks of the Padma, tourists come to enjoy the breathtaking beauty of the Padma sunset from the chars and banks adjacent to the river Padma.

আড়িয়াল খাঁ নদী
The Arial Khan River

মাদারীপুর শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুমার নদী

The river Kumar flows through the town of Madaripur

ময়নাকাটা নদী

Maynacuta River

পালরদী নদী

Palordi River

মাদারীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য

Ancient Heritages of Madaripr

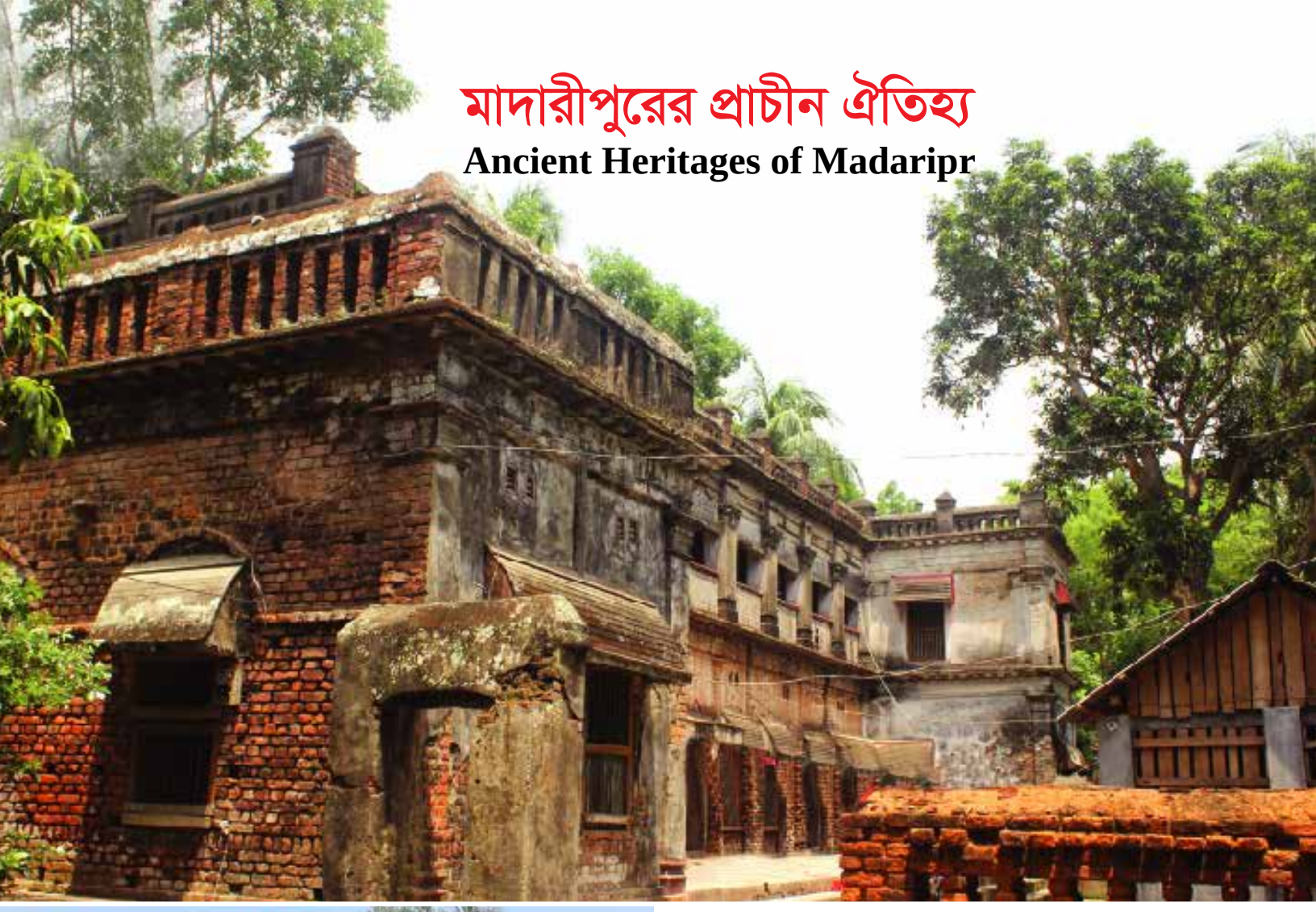

পর্বতের বাগান, মোস্তফাপুর

বিখ্যাত পর্বতের বাগান কুমার নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুরে অবস্থিত যা ছিল জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ পিকনিক স্পট। ২৬ একর ভূমির উপর ৬০ বছর আগে জনৈক রাস বিহারী পর্বত এ বাগানটি গড়ে তোলেন। শত শত প্রজাতি গাছপালা, পুকুর-দীঘি এবং অতিথি পাখির কলকাকলিতে এ বাগান প্রাণবন্ত, অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র।

Porbot garden, Mustafapur

The famous Porbot garden is located on the south bank of the river Kumar in Mostafapur of Madaripur Sadar upazila. Which was one of the famous picnic spots of the district. The garden was built by a Rash Bihari Porbot on 26 acres of land 60 years ago. With hundreds of Species plants, ponds and the chirping of guest birds, this garden is a playground of vibrant, unique beauty.

সেনাপতির দীঘি, কালকিনি, মাদারীপুর

কালকিনি থানাধীন আমড়াতলা ও খাতিয়াল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ১৬ একর ভূমিতে এ দীঘি অবস্থিত। জনশ্রুতিতে জানা যায়, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে বিরাট একদল সৈন্য ঢাকা যাওয়ার পথে এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। পানীয় জলের অভাব মেটাতে সেনা বাহিনী কর্তৃক এ দীঘি খনন করা হয়। এ কারনেই এ দীঘির নামকরণ করা হয় " সেনাপতির দীঘি"।

Senapati Dighi, Madaripur

This tank is situated in a 16 acre land between Khatial village and Amratola Village of Kalkini Thana. From hearsay it is known that, during the reign of the Mughal Emperor Jahangir, under the leadership of Subedar Islam Khan, a huge force of army spent few days here at their way to Dhaka. This tank was excavated to meet the shortage of drinking water by the force of army. This is why this tank was named as "Senapati's Tank (Dighi)".

ঝাউদী জমিদার বাড়ি
বর্তমান ইউনিয়ন ভূমি অফিস

Jamidar Bari of Jhaudi
Present Union Land office

ডানলপ সাহেবের নীলকুঠী

ডানলপ সাহেবের নীলকুঠি ব্রিটিশ আমলে কৃষক নির্যাতন নীরব সাক্ষী। প্রায় দু'শ বছর আগে ডানলপ সাহেব ১২ একর জমির ওপর স্থাপন করেন নীল কুঠি যা আজ চিশ্চিহ্ন প্রায়। স্মৃতি হিসাবে শুধু রয়েছে একটি উঁচু চুল্লি। এই কুঠিটির অবস্থান মাদারীপুর জেলা শহর থেকে মাত্র ১০ কি.মি. পূর্বে ছিলারচর ইউনিয়নের আউলিয়াপুরে।

স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, বৃহত্তর ফরিদপুওে নীলচাষ শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধেও কিছুকাল পর থেকেই। নীলকর ও তাদেও দোসার জমিদার মহজনদের অত্যাচারে এ অঞ্চলের কৃষকরা যখন জর্জরিত ঠিক সেই মুহূর্তে খেলাফত আন্দোলনের নেতা শাজী শরিয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র নীল মহসিন উদ্দিন দুদুমিয়া কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ নিয়ে নীলকুঠিয়ালদের সঙ্গে দুদু মিয়া বাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত নীলকুঠিয়ালার পালিয়ে যায়। আউলিয়াপুরে সে স্থানে এই যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল সেই স্থানটি পরবর্তীতে রণখোলা নামে পরিচিত লাভ করে।

The Indigo Factory of Mr. Dunlop

Mr. Dunlop's Indigo Factory is the silent witness of the oppression on peasants during the British rule. About two hundred years ago, Mr. Dunlop established the indigo factory on 12 acres of land, which is almost wiped out today. There is left only a furnaceis left as a memory. This factory is situated in Auliapur of Chilarchar Union, only 10 km east from the Madaripur district town.

It is known from the locals, that indigo cultivation started in greater Faridpur sometimes after the Battle of Palashi. When the peasants of the region were plagued by the oppression of the indigo factory owners and their peers, at that very moment, Hazi Shariatullah and his son Pir Mohshinuddin Dudumia built resistance against the indigo factory owners. The force or Dudumia had a great fight with the indigo factory owners. The indigo factory owners fled after being defeated in this battle.The place where this war took place in Aualipur, later known as Ronokhola.

ঝাউদি গিরি

মাদারীপুর সদর

প্রাচীনত্বের দাবীদার এ গিরিটি মাদারীপুরের একটি প্রত্নসম্পদ। ব্রিটিশ যুগের বহু পূর্বে এটি নির্মিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে মগ বংশের লোকেরা এটি নির্মাণ করেন। বিশ ইঞ্চি ইট সুড়কি গাথুনির ওপর একশ ফুটের অধিক উঁচু এ গিরিটি। আরএস ও সিএস ম্যাপে এর অবস্থান থাকায় জরিপ কাজে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মগ বংশীয় লোকেরা কি কারনে এটি নির্মান করেন তা জানা যায়নি।

Jhaudi Mound

Madaripur Sadar

This mound is an archaeological heritage which is a claimant of antiquity. It was built long before the British era. According to the local residents, it was built by the people of Magh dynasty. This mound is more than 100 feet high on a 20 inch brick-cobblestone. Its location on R.S & C.S Map. It is still unknown why Magh Dynasty built it.

রাজারাম মন্দির

রাজারাম মন্দির এ জেলার প্রাচীনতম মন্দির। এ মন্দিরটি রাজৈর উপজেলার খালিয়া গ্রামে অবস্থিত। খালিয়ার বিশিষ্ট হিন্দু জমিদার রাজারাম রায় সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের সম্মুখ ভাগ টেরাকাটা কারুকার্য মন্ডিত এবং রামায়ন-মহাভারতের দৃশ্যাবলী খচিত।

Rajaram Temple

One of the oldest temples of Madaripur district is the Rajaram Temple. This temple is located in the village of Khalia under Rajoir upazila of Madaripur. Rajaram Roy, a distinguished Hindu Zaminder of Khalia, built this temple in the 17th century. The front side of the temple is in terracota and has many pictures of the incidents of the Ramayana and the Mahabharat.

শতবর্ষী মঠ
Century old Abbey

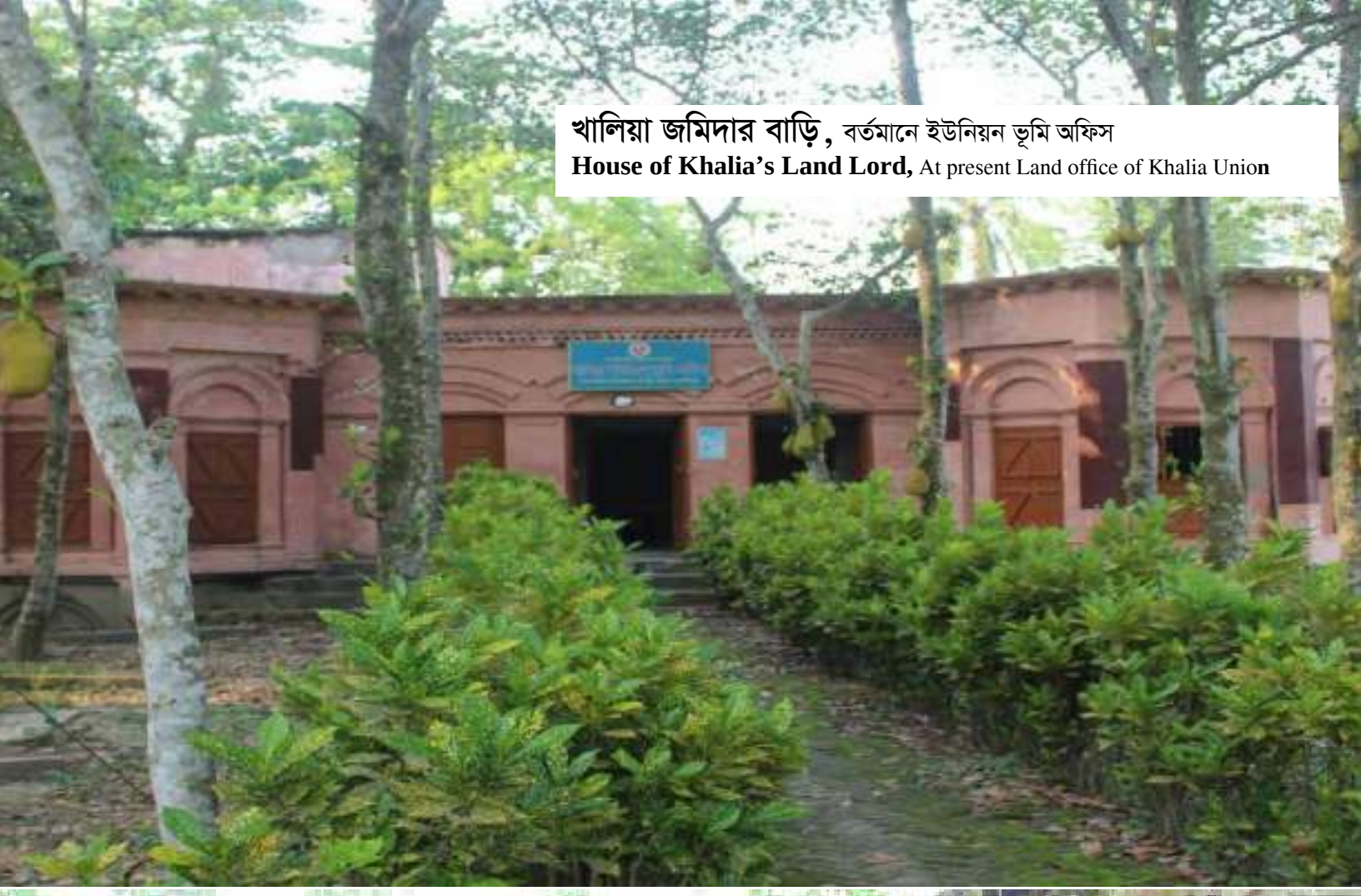

খালিয়া জমিদার বাড়ি, বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস
House of Khalia's Land Lord, At present Land office of Khalia Union

সাধু খাঁর বাড়ি
Home of Sadhu Khan

বর্তমান সম্ভাবনা
Present Prospects

চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
Eco Park of Charmugoria

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাদারীপুর।
সামাজিক বন বিভাগ, ফরিদপুর।

হর্টিকালচার সেন্টার, মোস্তফাপুর, মাদারীপুর / **Horticulture Centre,** Mostafapur, Madaripur

গ্রোইন পার্ক, লঞ্চঘাট, মাদারীপুর / **Growin Park,** Launch ghat, Madaripur

মাদারীপুরের আড়িয়াল খাঁ ওয়াকওয়ে
Walkway on the Ariyal Kha of Madaripur

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাদারীপুর সদর
250 Bed Hospital, Madaripur Sadar

অডিটোরিয়াম ভবন, মাদারীপুর সদর
Auditorium, Madaripur Sadar

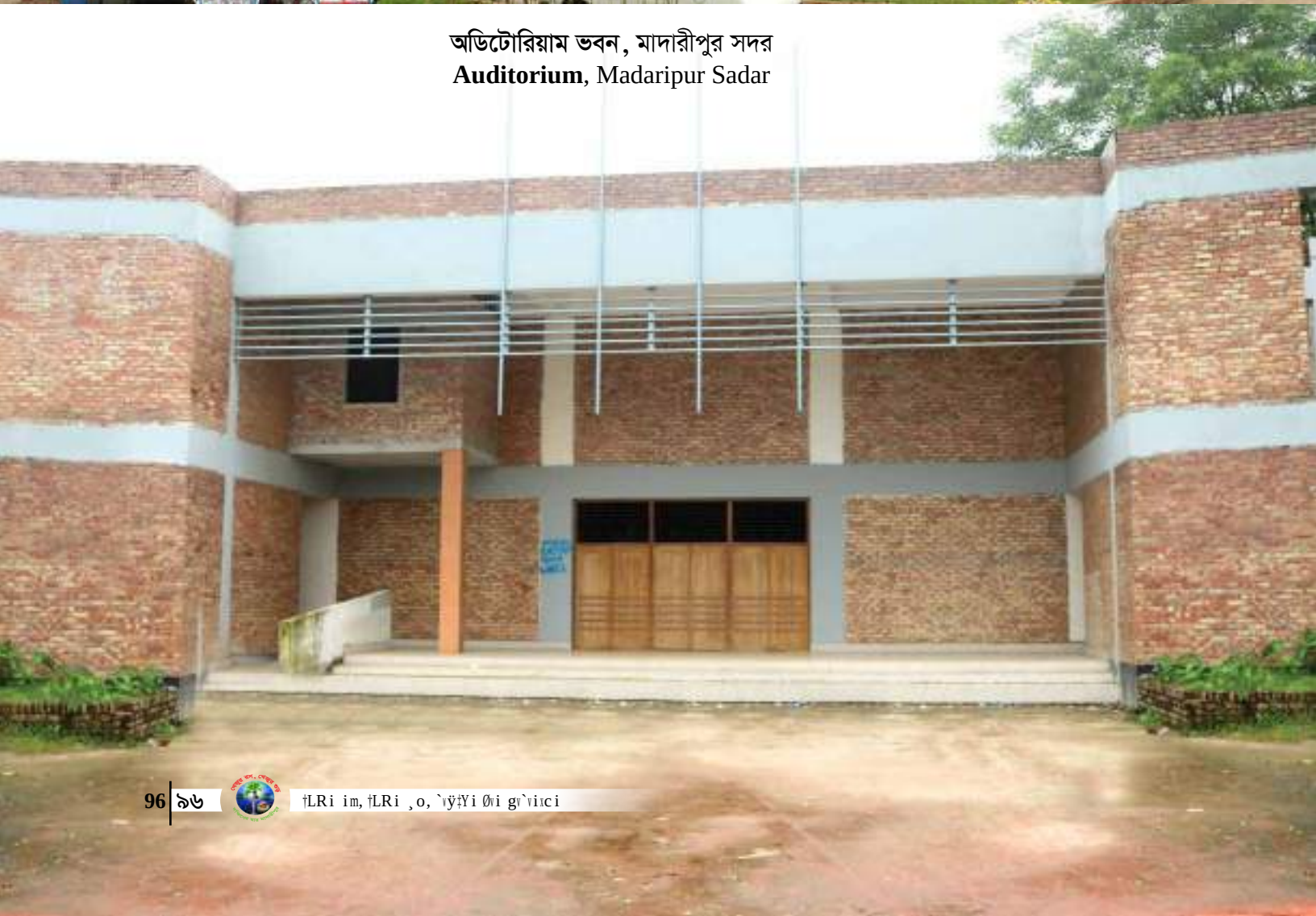

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মাদারীপুর সদর
District Shilpokala Academy, Madaripur Sadar

ডাল গবেষণা কেন্দ্র
Dal Research Centre

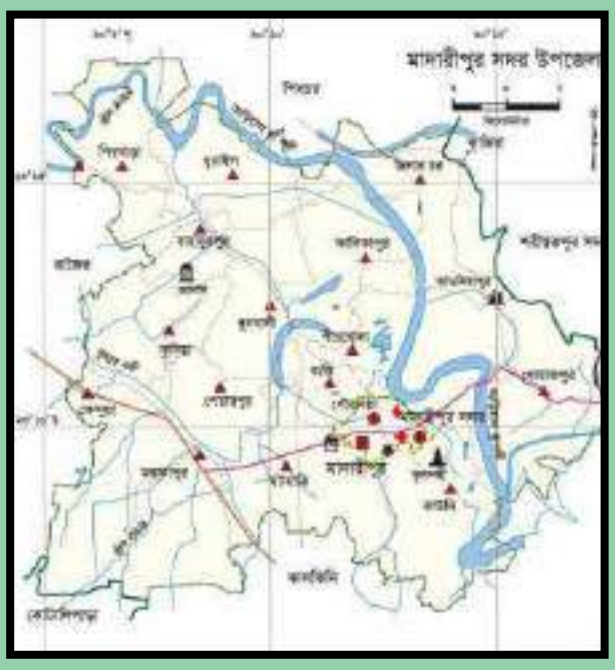

মাদারীপুর সদর উপজেলা
Madaripur Sadar Upazila

মাদারীপুর সদর উপজেলা ১৮৭০ সালে মাদারীপুর থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আয়তন ও সীমা: মাদারীপুর সদর উপজেলার আয়তন-৩১৩.৮১ বর্গ কি:মি। এর উত্তরে রয়েছে শিবচর ও জাজিরা উপজেলা, দক্ষিনে কালকিনি ও কোটালীপাড়া উপজেলা, পূর্বে-শরিয়তপুর সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে-রাজৈর উপজেলা। এ উপজেলার প্রধান নদী- আড়িয়াল খাঁ। এ উপজেলায় ০১ টি পৌরসভা, ১৬টি ইউনিয়ন, ১৮৯ টি মৌজা ও ১৮৫ টি গ্রাম রয়েছে।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ
আলগী কাজীবাড়ি মসজিদ (সতের শতক), কুলপদ্মী দূর্গামন্দির, শশী রায়ের মন্দির, ঝাউদি গিরি, আউলিয়াপুর নীলকুঠি, শাহ মাদার দরগাহ।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী ঃ ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী আবদুর রশীদ খানকে সপরিবারে হত্যা করে। ৮-১০ ডিসেম্বর খলিল বাহিনী ১ জন মেজর ও ১ জন ক্যাপ্টেনসহ মোট ৪০ জন পাকসেনাকে বন্দি করে। মুক্তিযুদ্ধে এ উপজেলার ৫৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

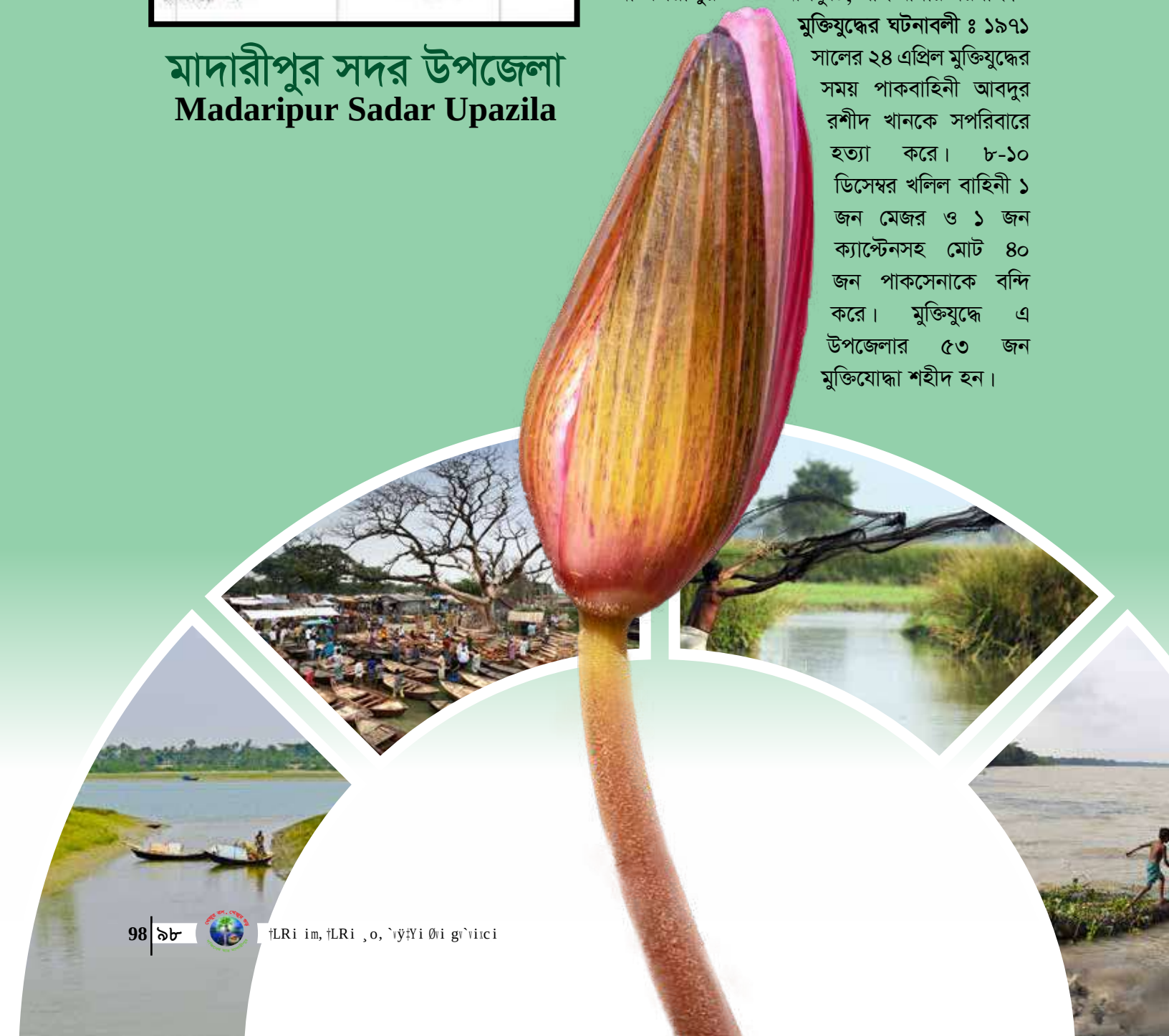

Madaripur Sadar Upazila was formed as a Thana in 1870.

Location and Boundary: The total area of Madaripur Sadar Upazila is 313.81 square km. It is surrounded by Shibchar and Jazira Upazila on the north, Kalkini and Kotalipara Upazila on the south, Shariatpur Sadar Upazila on the east and Rajoir Upazila on the west.

The main river of this Upazila is Arial Khan. This Upazila consists of 01 municipality, 16 Unions, 189 Mouzas and 185 villages.

Archaeological heritage and relics : Kazibari Mosque at Algi (seventeenth century), Kulpadmi Durga Mandir, Mandir of Shashi Roy, Auliapur Neel Kuthi, Hazrat Shah Madar Dargah.

History of the War of Liberation : On 24 April 1971 the Pak army killed Abdur Rashid Khan (Sub Jailer of Madaripur Sadar Upazila) along with his entire family. A prolonged encounter (8 to 10 December) was held between the freedom fighters and the Pak army near the Somaddar Bridge on the Madaripur Takergat Road in which a number of freedom fighters and Pak soldiers were killed and wounded. In this encounter, the Khalil Bahini captured 40 Pak soldiers including one Major and one Captain. During the WAR OF LIBERATION about 53 freedom fighters of the upazila were killed.

Marks of the War of Liberation: Mass grave 3 (Kalagachhia, Bahadurpur and Mithapur).

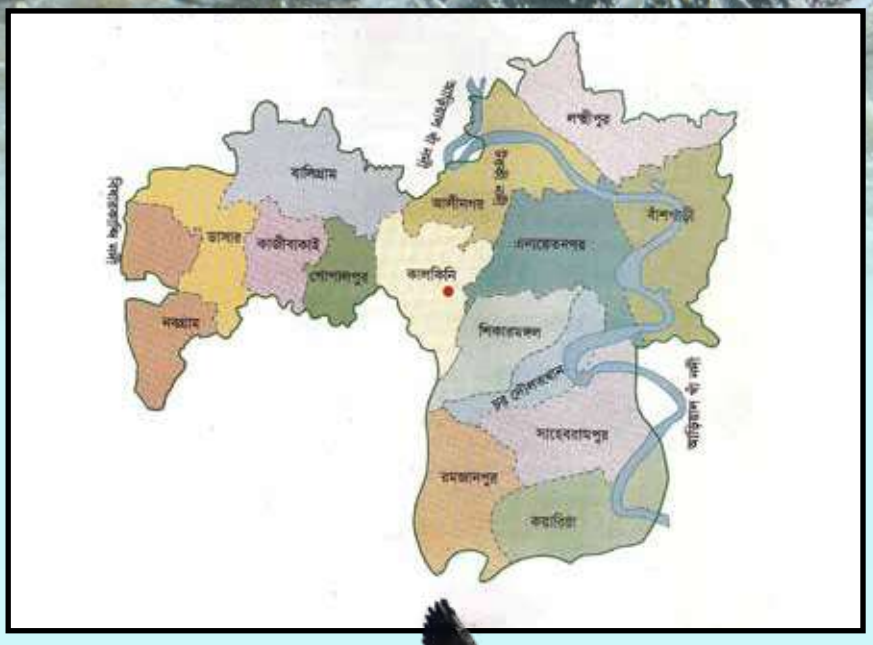

কালকিনি উপজেলা

Kalkini Upazila

নামকরণ: ফরিদপুর জেলার তৎকালিন জেলা প্রশাসক মি: কালকিনি সাহেব এর নাম অনুসারে এ উপজেলার নাম হয়েছে কালকিনি, ১৯১৮ সালে কালকিনি থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আয়তন ও সীমানা: কালকিনি উপজেলার আয়তন ২৭৯.৯৮ বর্গ কি.মি। এর উত্তরে রয়েছে- মাদারীপুর সদর ও শরিয়তপুর সদর উপজেলা, দক্ষিনে- গৌরনদী এবং মূলদী উপজেলা, পূর্বে গোসাইরহাট, মূলাদী ও ডামুড্যা উপজেলা, পশ্চিমে কোটালিপাড়া ও গৌরনদী উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলায় ১৫টি ইউনিয়ন, ১৬০টি মৌজা এবং ১৯৮টি গ্রাম রয়েছে।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ: মিয়াবাড়ির তিন গম্বুজ মসজিদ (গোপালপুর, ১৮৬৯); গোদাধরদি শিবমন্দির (আলীনগর), দুর্গামন্দির, পঞ্চরত্নমন্দির (১৯২৪, চরফতেহপুর), সেনাপতির দিঘি (মোগল আমল)।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ উপজেলার দোনারকান্দি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা অনিলচন্দ্র মলিক শহীদ হন। এছাড়াও পাকবাহিনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা চালায়।

Naming: The name of this Upazila has been named according to Mr. Kalkini who was the Deputy Commissioner of Faridpur District. In 1918 Kalkini was formed as a Thana.

Location and boundary: The total area of Kalkini Upazila is 279.98 Square km. It is surrounded by Madaripur Sadar and Shariatpur Sadar Upazilas on the north, Gouranadi and Mulady Upazilas on the south, Goshairhat, Mulady and Damuddya Upazilas on the east and Kotalipara and Gouranadi on the west.

This Upazila consists of 15 Unions, 160 Mouzas and 198 villages.

Archaeological heritage and relics : Three domed Mosque of Miabari at Gopalpur (1869); Godadhardi Shiva Mandir at Alinagar, Durga Mandir, Pancha-Ratna Mandir at Char Fatehpur (1924), Senapati Dighi (Mughal period).

History of the War of Liberation: During the WAR OF LIBERATION in 1971, freedom fighter Anil Chandra Mallick was killed in an encounter with the Pak army. Besides, the Pak army conducted heavy plundering and genocide in different villages of the upazila. They also set many houses of the upazila on fire

ঐতিহ্যবাহী কুন্ড বাড়ির মেলা

কালকিনি উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের কুন্ডু বাড়ির কালীপূজাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ঐতিহ্যবাহী মেলা বসে। এ মেলাটি বর্তমানে কাঠের আসবাবপত্রের মেলা হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা-বিক্রেতারা। কাঠের আসবাবপত্র ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য এ মেলায় আসে। এছাড়াও এ মেলায় চিত্তবিনোদনের জন্য ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ, নাগরদোলা, বায়স্কোপ ছাড়াও শিশুদের যাবতীয় খেলনা সামগ্রী, মাটির ঘোড়া-পুতুল, মাটির ব্যাংক, হাড়ি পাতিলসহ ছাড়াও বাঁশের তৈরী গৃহস্থালী সামগ্রী পাওয়া যায়।

Traditional fair of Kundu Bari

The Fair of Kundubari of Gopalpur, Kalkini is noteworthy. The fair in this area is now famous for wooden furniture. From far distance, traders bring wooden furniture and sell them in this fair. People in this area wait for the time of Kundubari Fair to buy necessary furniture, Besides, puppet dance, whirligig (Nagrodola) etc. are arranged. Bamboo made flute, various kinds of bamboo made things like Saji, kula and other necessary elements, claymade toys, potteries, toys for kids, and toiletries for girls, bangles, several kinds of sweet meets are seen in almost everyone's hand.

রাজৈর উপজেলার
Rajoir upazila

নামকরণ: রাজৈর মৌজার নাম অনুসারে এ উপজেলার নাম হয়েছে রাজৈর, রাজৈর থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৪ সালে।

আয়তন ও সীমানা: রাজৈর উপজেলার আয়তন-২২৯.২৯ বর্গ কি.মি। এর উত্তরে ভাঙ্গা উপজেলা, দক্ষিনে কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে মাদারীপুর সদর ও শিবচর উপজেলা, পশ্চিমে মুকসেদপুর ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলায় ১০ টি ইউনিয়ন, ৯৩টি মৌজা ও ১৭৭টি গ্রাম রয়েছে।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ : সরমঙ্গল মসজিদ, অন্নপূর্ণা মন্দির (১৭৬৫), খালিয়া রাজারাম মন্দির (১৮২৫), গণেশ পাগলের মন্দির, পতিতপাবন সেবাশ্রম মন্দির, প্রণবমঠ।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী : রাজৈর উপজেলার সেনদিয়া গ্রামের অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮৮১ সালে ‘ফরিদপুর পিপলস এসোসিয়েশন’ নামে পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী সেনদিয়া গ্রামের ৫০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়।

Naming: The name of this upazila has been named according to the mouza of Rajoir. In 1914 Rajoir was formed as a thana.

Location and Boundary: The total area of Rajoir Upazila is 229.29 square km. It is surrounded by Vanga Upazila on north, Kotalipara and Gopalganj Sadar Upazilas on south, Madaripur Sadar and Shibchar Upazilas on east, Muksedpur and Gopalganj Sadar Upazilas on the west. This upazila consists of 10 unions, 93 mouzas and 177 villages.

Archaeological heritage and relics : Sarmangal Mosque, Annapurna Mandir (1765), Khalia Rajaram Mandir (1825), temple of Ganesh Pagal, Patitapaban Sebasrama Mandir, Pranab Math (Bajitpur).

Historical events : ambikacharan majumdar of village Sendia in Rajoir upazila formed the first political party of East Bengal in 1881 called 'Faridpur Peoples Association'. In 1918 he established the Faridpur Rajendra College. During the war of liberation the Pak army brutally killed 50 villagers of Sendia. They also conducted mass killing, rape, plundering and set many houses of different villages on fire.

আমগ্রাম জামে মসজিদ
Amgram Jame Maszid

কদমবাড়ি জমিদার বাড়ি
Kadambari Jamidar Bari

প্রনব মঠ
Pronob Moth

শিবচর উপজেলা
Shibchar Upazila

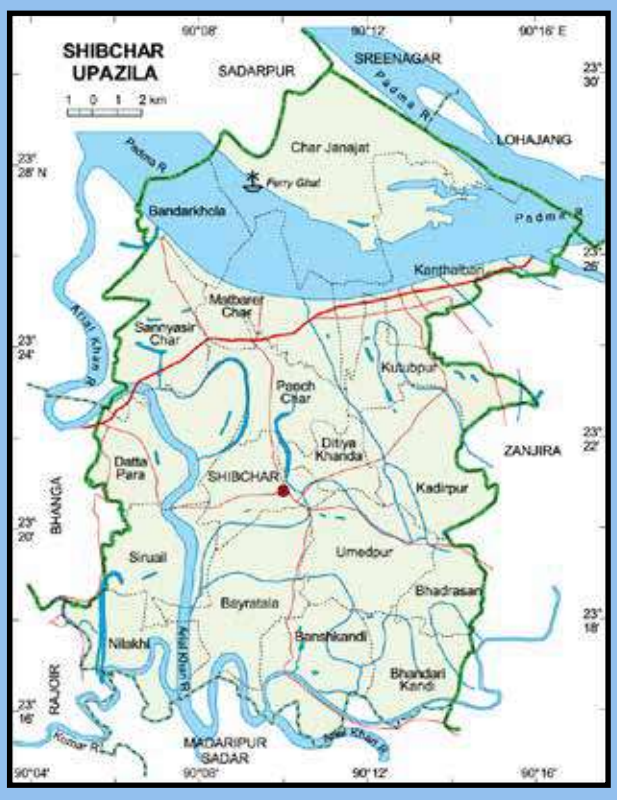

নামকরণ: হিন্দুদের মহাদেব শিব-এর নাম অনুসারে এ উপজেলার নাম শিবচর হয়েছে।

আয়তন ও সীমা: এ উপজেলার আয়তন-৩২১.৮৮ বর্গ কিমি। এ উপজেলাটির উত্তরে লৌহজং, শ্রীনগর ও সদরপুর উপজেলা, দক্ষিনে-রাজৈর ও মাদারীপুর সদর উপজেলা, পূর্বে-জাজিরা উপজেলা, পশ্চিমে ভাঙ্গা উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলায় রয়েছে ১২টি বিল; যার মধ্যে পদ্মা বিল, মির্জার চর বিল, হাসেমদি বিল ও বড় কেশবপুর বিল উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলায় ১৮টি ইউনিয়ন, ১০৮টি মৌজা এবং ৪৬৭টি গ্রাম রয়েছে।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ : রাজা বসুর দুর্গামন্দির, হাজী শরীয়তউল্লাহর মাজার, বন্দখোলা মঠ, পাঁচ চর মঠ, বৈকুণ্ঠ চৌধুরী বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ও রাশু বাবুর বাড়ি (গুয়াতলা)।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী : বাংলাদেশের বিখ্যাত ইসলামি সংস্কারক হাজী শরীয়তুলাহ (১৭৮১-১৮৪০) উপজেলার শ্যামাইল গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। উনবিংশ শতাব্দিতে এ অঞ্চলে তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যা সমগ্র পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁর পুত্র দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) ফরায়েজি-প্রভাবিত অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এ উপজেলার লোকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী সেনাবাহিনী এ উপজেলায় স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় নারী নির্যাতন, হত্যা, অত্যাচারসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং বহু বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের কিছু খন্ড খন্ড লড়াই সংঘটিত হয়। ২৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা শিবচর পুলিশ স্টেশন (থানা) আক্রমন করে থানার সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে। এই লড়াই এ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারা থানার কিছুসংখ্যক রাজাকারদের আটক করে, পরবর্তীতে তাদের দত্তপাড়া টিএন একাডেমির খেলারমাঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২৭ নভেম্বর শিবচর উপজেলা স্বাধীন হয়। এইজন্য এই দিনটিকে শিবচর স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

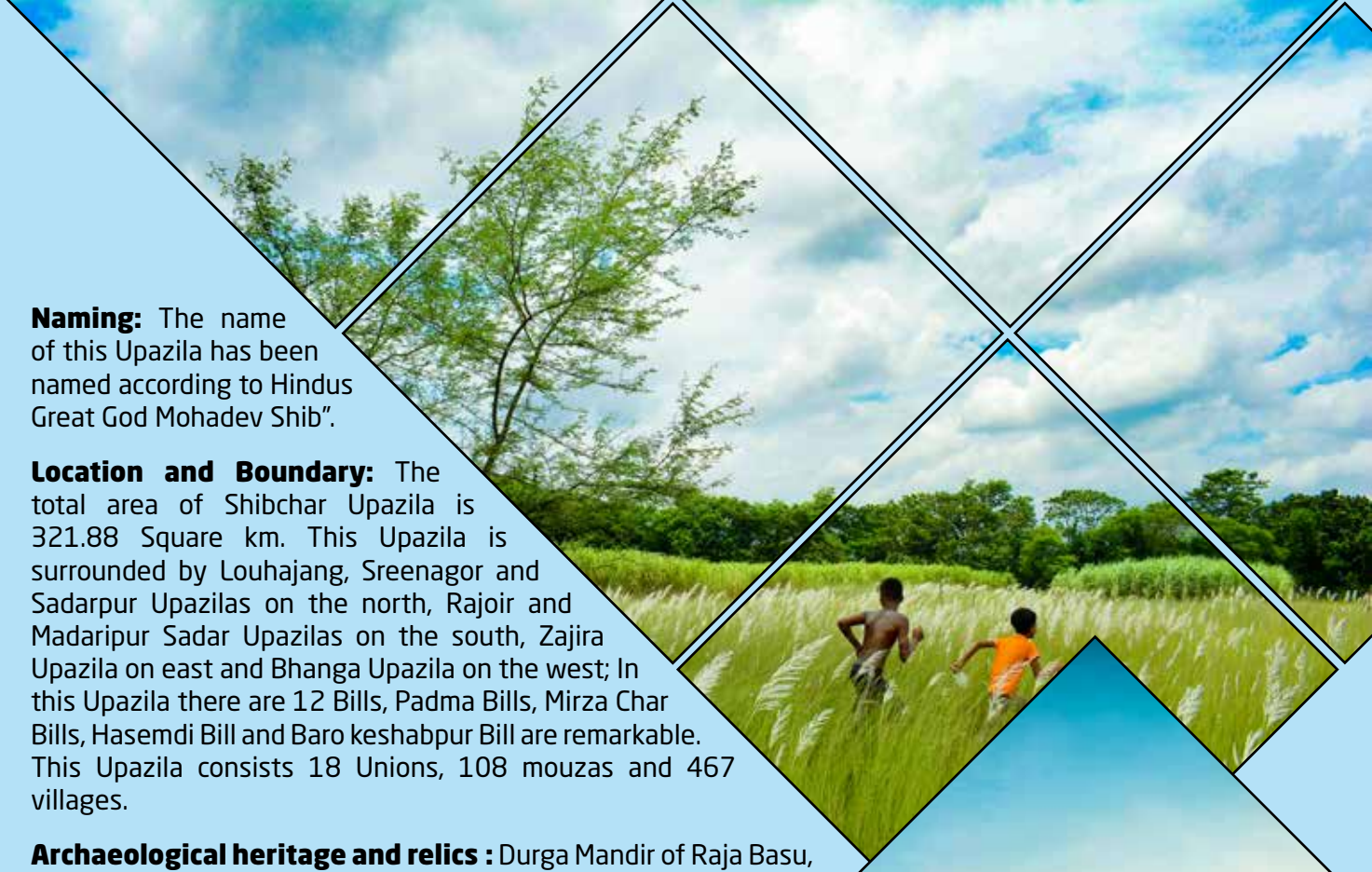

Naming: The name of this Upazila has been named according to Hindus Great God Mohadev Shib".

Location and Boundary: The total area of Shibchar Upazila is 321.88 Square km. This Upazila is surrounded by Louhajang, Sreenagor and Sadarpur Upazilas on the north, Rajoir and Madaripur Sadar Upazilas on the south, Zajira Upazila on east and Bhanga Upazila on the west; In this Upazila there are 12 Bills, Padma Bills, Mirza Char Bills, Hasemdi Bill and Baro keshabpur Bill are remarkable. This Upazila consists 18 Unions, 108 mouzas and 467 villages.

Archaeological heritage and relics : Durga Mandir of Raja Basu, grave of Haji Shariatullah, Bandarkhola Math, Panch Char Math, remnants of Baikuntha Chowdhury Bari and residence of Rashu Bbabu (Guatala).

Historical events : The great Islamic reformist of Bangladesh Haji Shariatullah (1781-1840) was born at village Shamail of this upazila. In the nineteenth century faraizi movement was initiated in this region under his leadership, which later on spread all over East Bengal. His son Muhsinuddin Ahmad Alias dudumiyan (1819-1862) re-established the 'Panchayet System' in the Faraizi dominated region; he even formed a lathial bahini (affray fighters) for self defense. The people of this upazila played a distinctive role in the anti British movement and in the war of liberation. The Pak army in collaboration with the local razakars conducted violation of women, killing, torturing and plundering in the upazila; they also set many houses of the upazila on fire. A number of skirmishes were held between the freedom fighters and the Pak army and razakars. The freedom fighters raided the Shibchar Police Station (thana) on 27 November and captured all arms and ammunitions of the thana. In this encounter three freedom fighters were killed. The freedom fighters also captured 17 razakars of the thana who were subsequently shot dead at the playground of Datta Para TN Academy. Shibchar upazila was liberated on 27 November. This day is being observed as the `Liberated Shibchar Day'.

দাদা ভাই তোরণ

শহীদ
বুদ্ধিজীবী
স্মৃতি স্তম্ভ

“জেলে নৌকায় পর্যটন” জেলা প্রশাসন, মাদারীপুর
“Tourism by boat” District Administration, Madaripur

বিজয় চত্ত্বর

Bijay Chottar

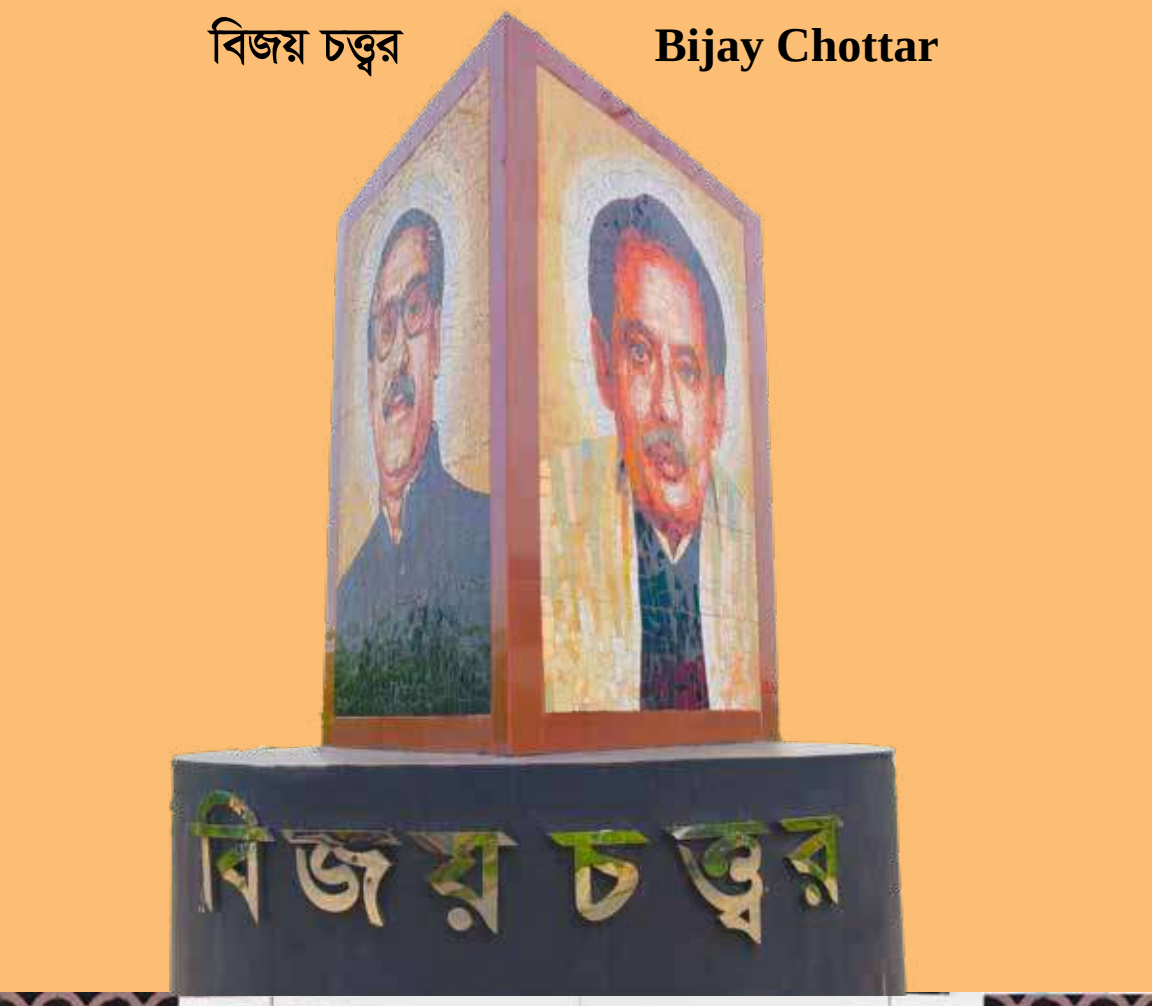

মুক্ত চত্ত্বর

মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ

Liton Chowdhury square
লিটন চৌধুরী স্কয়ার

মাদারীপুর জেলা ব্র্যান্ডিং এর কর্ম-পরিকল্পনা

Action plan of Madaripur district branding

ক্র. নং	কার্যক্রম	সময়সীমা
১.	ব্র্যান্ডিং বুক তৈরী	জুন -২০২১
২.	জেলার দর্শনীয় স্থানের বুকলেট তৈরি	অক্টোবর -২০২১
৩.	প্রতি মাসে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা	প্রতি মাসে
৪.	উদ্যোক্তা, বাজার, অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ	অক্টোবর -২০২১
৫.	উদ্যোক্তাদের নিয়ে সেমিনার আয়োজন	প্রতি মাসে
৬.	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা	ডিসেম্বর-২০২১
৭.	চাষীদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা	অক্টোবর -২০২১
৮.	উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা	বছরব্যাপী
৯.	ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা, সভা সমাবেশ, বিলবোর্ড, ফেসবুক, ইন্টারনেট ও	ডিসেম্বর-২০২১
১০.	সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা	নভেম্বর-২০২১
১১.	জেলা- ব্র্যান্ডিং মেলার আয়োজন	অক্টোবর -২০২১
১২.	জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/প্রতিযোগিতার আয়োজন	ডিসেম্বর-২০২১
১৩.	পিঠা উৎসব (খেঁজুর রস ও খেঁজুর গুড়ের তৈরি)	অক্টোবর -২০২১
১৪.	রাস্তার দুপাশে ও নদীর তীরে খেঁজুর গাছ রোপন	ডিসেম্বর-২০২১
১৫.	খেঁজুরের গুড় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ০৪ টি উপজেলায় ০১ টি করে	জানুয়ারি-২০২২
১৬.	জেলার প্রবেশ পথে জেলা ব্র্যান্ডিং তোরণ নির্মাণ	অক্টোবর -২০২১
১৭.	ব্র্যান্ডিং লোগো সম্বলিত টিশার্ট, প্যাড, আমন্ত্রণ পত্র, বই ও স্যুভেনির তৈরি এবং বিতরণ	ফেব্রুয়ারি-২০২২
১৮.	অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সংশোধন	ডিসেম্বর-২০১৮
১৯.	ব্র্যান্ডিং লোগো সম্বলিত বই ও সুভেনির তৈরি এবং বিতরণ	সম্পন্ন
২০.	বিভিন্ন স্থানে অনুমোদিত বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	ডিসেম্বর-২০১৮

পর্যটন উদ্যোক্তা

Tourism Entrepreneur

As a first Place Winner in

"SESRIC Award for OIC City of Tourism Dhaka-2019"

পর্যটনের নাম	ঠিকানা
ট্যুরিজম উইন্ডো	হাওলাদার মার্কেট, রেন্ডি তলা, চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর। ঢাকা অফিস: ৪৪/১২ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ মোবাইল ঃ ০১৮৪১১৫২০০০
ইউরোশিয়া ট্রাভেলস সলিউশন বিডি লিঃ	শিবচর, মাদারীপুর ঢাকা অফিসঃ ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দি সেন্টার ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৫৭০৩৬
মাদারীপুর ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস	সেলিনা কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, মাদারীপুর সদর মোবাইল ঃ ০১৭২৬৪০৬১৭৭
গ্রিন ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস	রূপসী বাংলা প্লাজা, পাঁচ্চর শিবচর, মাদারীপুর মোবাইল ঃ ০১৭০৩৪৫৮৩২৩

Name of Tourism	Address
Tourism Window	Hawlader Market, Raindi Tola, Charmugria, Mararipur. Dhaka Office : 44/12 West Panthapath, Dhaka- Mobile : 01841152000
Euroasia Travel Solution BD Ltd.	Shibchor, Madaripur Dhaka Office:292 inner Circurler Road, Sotabdi Centre, Fokirapool, Dhaka-1000 Mobile: 01711957036
Madaripur Travels and Tours	Selina Complex, Graund Floor, Madaripur Sadar, Mobile: 01726406177
Green Tours and Travels	Rupshibangla Plaza, Pacchor, Sibchor, Madaripur. Mobile: 01703458323

নির্মানাধীন মাদারীপুর বাস স্ট্যান্ড
Madaripur bus stand under construction

মাদারীপুর পরিবহন
Transport of Madaripur

পরিবহনের নাম	মস্তফাপুর কাউন্টার
সাকুরা পরিবহন	০১৭১১৯১০৪২৯
সোনারতরী পরিবহন	০১৯১৯০১৭৭০৪
গোল্ডেন লাইন	০১৯১৯০১৭৭০৪
রাঙ্গা প্রভাত	০১৯১৯০১৭৭০৪
চন্দ্রা পরিবহন	০১৯২০১৯১৬৭৬
হানিফ পরিবহন	০১৯৪৯৩৯৩৪৮৩
সোনালী পরিবহন	০১৯৪৯৩৪৮৬৩
সার্বিক পরিবহন	০১৭২৫১৩৩৫৭২
ঈগল পরিবহন	০১৯৯৪৩২০৪০৬
সুগন্ধা পরিবহন	০১৯৯৪৩২০৪০৬
মেঘনা পরিবহন	০১৭২৫০০১২৮৫
আবদুল্লাহ পরিবহন	০১৯১৯০১৭৭০৪
সূর্যমুখী পরিবহন	০১৭৬৮৯৭২২০৬
ইসলাম পরিবহন	০১৯১৯০১৭৭০৪
সাউদিয়া পরিবহন	০১৭১১৯১০৪২৯

Name of Transport	Mostafapur Counter
Sakura Poribahan	01711910429
Sonartory Poribahan	01919017704
Golden Line	01919017704
Rangha Provat	01919017704
Chandra Poribahan	01920191676
Hanif Poribahan	01949393483
Sonali Poribahan	0194934863
Sarbik Poribahan	01725133572
Egal Poribahan	01994320406
Sugandha Poribahan	01994320406
Metna Poribahan	01725001285
Abdullah Poribahan	01919017704
Shurgomukhi Poribahan	01768972206
Islam Poribahan	01919017704
Soudia Poribahan	01711910429

আবাসন ব্যবস্থা

আবাসনের নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
হোটেল মাতৃভূমি	পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, কুকরাইল, মাদারিপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ	৮৮০৬৬১৬২২৪৮, ০১৭০৮-৫২৯৭৮১
হোটেল ভূইয়া ইন	বাদামতলা রোড, মাদারিপুর-৭৯০০	০১৮৩৩-৩০০৪৪৪
হোটেল সার্বিক ইন্টান্যাশনাল	কলেজ গেইল, নিউ টাউন, মাদারিপুর, মাদারিপুর-ঢাকা-মাদারিপুর হাইওয়ে	০১৭৮৮-৮১২১১১
রয়েল রেস্ট হাউস	উত্তরণ রোড, পুরান বাজার, মাদারিপুর	০১৭১৫-০৫৭৮৮৯
চন্দ্রা রেস্ট হাউস		০১৯৭০৯০৮০৯
হোটেল রজনী	কারাচি বিড়ি রোড, পুরান বাজার, মাদারিপুর	০১৮২৭-১৫০৩৮৯
হোটেল জাহিদ	সুমন হোটেল রোড, মাদারিপুর	০১৯১১-১০৬৮৩২

Accommodation

Name of Hotel	Address	Mobile Number
Hotel Matribhumi	Old bus stand, Kukrail, Madaripur, Dhaka, Bangladesh	88066162248, 01708-529781
Hotel Bhuiyan Inn	Badamtala Rd Madaripur 7900	01833-300444
Hotel Sarbick International	College gate, New city, Madaripur, Madaripur - Dhaka Hwy, Madaripur	01788-812111
Royel Rest House	Uttoron road, puran bazar Madaripur	01715-057889
Chandra Rest House		0197090809
Hotel Rajani	Karachi Biri Road, Puran Bazar, Madaripur	01827-150389
Hotel Zahid	Sumon Hotel Rd, Madaripur	01911-106832

“মধুকোষ” মাদারীপুর এ মধু সরবরাহকৃত মৌচাষীদের নামের তালিকা				
ক্রঃ নং	মৌ-চাষীদের নাম	খামারের নাম	স্থায়ী ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ আনোয়ার সরদার	হানি বাংলাদেশ “মধুকোষ”	কুন্তিপাড়া, পোষ্ট- খাতিয়াল, উপজেলা ও জেলা-মাদারীপুর	০১৭১২২৫৭৮৮৫
২	সুস্ত নাথ দত্ত	সৃষ্টি মৌ খামার	গ্রাম: বড় ভেটখালী, পোষ্ট: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা	০১৭৩৯২৫৩৯৪৫
৩	মো: কাওছার আলি	হাজী মৌ খামার	গ্রাম: পানিয়া পোষ্ট: ওবায়দুরনগর , কালীগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা	০১৭৩৬৭৫৬৭৬৪
৪	মোঃ মিজানুর রহমান খাঁন	মৌ খামার মাদারীপুর	গ্রাম: ঝিকরহ্যাট, পোষ্ট: ঘটমাঝি, সদর, মাদারীপুর	০১৯৩২৭১১৩৪৬
৫	মোঃ কাজী খলিলুর রহমান	গ্রামীন মৌ খামার	গ্রাম: কুলপদ্দি,মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	০১৭২৫০০০৮৯৯
৬	মো: জালাল উদ্দিন	হাজি মৌ খামার	গ্রাম: পরমান্দপুর,খাড়িখালি, সদর ঝিনাইদাহ	০১৭১৯৬২৯৬২৩
৭	মো: সেলিম	চেষ্টা মৌ খামার	গ্রাম: ফুলবাড়ি, পোষ্ট: বলুহর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদাহ	০১৯৪২২৪০০৫৪
৮	মো:মনিরুজ্জামান কাজী	মেসার্স মনির মৌ খামার	গ্রাম: ছোটদেওড়া, পোষ্ট: গাজীপুর, সদর গাজীপুর	০১৭১৫০৭৮৮৪৬
৯	মো:আসলাম শিকদার	শিকদার মৌ খামার	গ্রাম: কুবির দিয়ার,চাটমোহর রেলবাজার,সদর পাবনা	০১৭১৯৪১৭৩৮৩
১০	মো:জাহিদুল ইসলাম	জাহিদ মৌ খামার	গ্রাম: বোয়ালিয়া, পোষ্ট- মহেলা হাট, চাঁদমহর,পাবনা	০১৭৩৯০৩১৬৬১
১১	মো.শাহজাহান আলী	আর্দশ মৌ খামার	গ্রাম: চরকাদিমপাড়া, পোষ্ট: দীগা, ঈশ্বরদী পাবনা	০১৭১২৫১২৪৫৮
১২	মো: হালান সরদার	জান্নাতুল মৌ খামার	গ্রাম: পূর্ব দার্শনা, পোষ্ট: দর্শনা থানা: কালকিনী, মাদারীপুর	০১৭৪১৬৬৫২৭১
১৩	রাশেদুল ইসলাম	ফারিহা মৌ খামার.	গ্রাম: ইসরীপুর, পোষ্ট: ইসরীপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯১৩৯৩৫৫১৫
১৪	মো:দুলাল হোসেন	জিসান- জিহান- বরকত মৌ খামার	গ্রাম: পাছতেরিল্যা, পোষ্ট: ধুবলিয়া ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল	০১৭১০০১১৮৯৭

“মধুকোষ” মাদারীপুর এ মধু সরবরাহকৃত মৌচাষীদের নামের তালিকা

ক্রঃ নং	মৌ-চাষীদের নাম	খামারের নাম	স্থায়ী ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১৫	মো:জোমর আলি	জোমর মৌ খামার	গ্রাম: আগতেরিল্যা পোষ্ট: ধুবালিয়া ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল	০১৭৩৬২১৪৭০০
১৬	মো: মহিবুল্লা বেপারী	বেপারী মৌ খামার	গ্রাম: কুলপর্দি মাদারীপুর, সদর মাদারীপুর	০১৮৭৭৫১০৯১৭
১৭	মোঃ মোশারফ হোসেন	তামান্না মৌ খামার	গ্রাম: যতীন্দ্রনগর, পোষ্ট: যতীন্দ্রনগর শ্রামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা	০১৯১১৬৩৭৮৭৫
১৮	মো:গোলাম সরোয়ার	সাজিত মৌ খামার	গ্রাম: বড় ভেটখালি, পোষ্ট: যতীন্দ্রনগর শ্রামনগর, সাতক্ষীরা	১৯২৯৭৩৩২১৬
১৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	হাসান হোসাইন মৌ খামার	গ্রাম+ পোষ্ট: পীরগাজন, থানা: কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৯১৩৯৩৫৫১৫
২০	আবু হানিফ খাঁন	যুবরাজ মৌ খামর	গ্রাম: মোহনপুর, পোষ্ট: গোপালপুর, টাঙ্গাইল	০১৭১৯২৪০১৩৩
২১	মোঃ ফারুক হোসেন	রহমান মৌ খামার	গ্রাম: আগতেরিল্যা, পোষ্ট: ধুবলিয়া, ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল	০১৭৩৫১৯০৬৭১
২২	সাদিয়ার	নুর মৌ খামার	গ্রাম: রঘুনাথপুর, পোষ্ট: কমলাপুর, নড়াইল সদর, নড়াইল	০১৯২৩৯৫২৫৭৭
২৩	মো:বোরহান উদ্দিন	বিসমিল্লাহ মৌ খামার	গ্রাম: সিংগা, পোষ্ট: লক্ষীপাশা, লোহাগড়া পৌরসভা, নড়াইল	০১৯১৬৯২১৮৯১
২৪	মো:মনিরুল ইসলাম	মোমোতা মৌ খামার	গ্রাম: লক্ষীপুর, পোষ্ট: রহনপুর চাপাইনবাবগঞ্জ	০১৭৪১৬২১৫০৭
২৫	মো:মাসুদ রানা	মন্ডল মৌ খামার	গ্রাম: জুমাই নগর, পোষ্ট: নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর	০১৭৮৪৯৪৪৬৩৪
২৬	মো:ওহিদুল ইসলাম শেখ	মায়ের দোয়া খামার	গ্রাম: ঘোষগাতী, পোষ্ট: পাইক কান্দি, সদর গোপালগঞ্জ	০১৭১৪৮১৫৯৮৮
২৭	দেবব্রত মন্ডল	তৃষা মৌ খামার	গ্রাম: হরিনগর, পোষ্ট: শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯১১০৮৭০৪৮
২৮	মো:আব্দুল হালিম	মেসার্স সিফাত মৌ খামার	গ্রাম: গুরুচরন দুধনই, ঝিনাইঘাতি, শেরপুর	০১৭২৬২২৭৮২৫
২৯	মো:মাহবুব রহমান	সৌদিয়া মৌ খামার	গ্রাম: কালিন্চী, পোষ্ট: ভেটখালি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯৫৯২৮২১৬৭
৩০	নুরুল আমিন	জুয়েল স্মৃতি মৌ খামার	গ্রাম: নানন্দিনা, পোষ্ট: জামালপুর সদর, জামালপুর	০১৭১৫৮৪৩৫০৭
৩১	মো: আমিনুর রহমান	আর রহমান মৌ খামার চাষ প্রকল্প	গ্রাম: সন্তোষ, পোষ্ট: টাংগাইল পৌরসভা, টাংগাইল	০১৯৮২৫৫০১৬১
৩২	মো: জাহিদ হাসান	মা মৌ খামার	গ্রাম:নাকইল, পোষ্ট: কেশর হাট, মোহনপুর রাজশাহী	০১৭৪৪৩১৫২১২
৩৩	মো:মহউদ্দিন সানা	মাহিম মৌ খামার	গ্রাম: বতুল বাজার পোষ্ট: বেদকাশী কয়রা খুলনা	০১৯৫২৪৩৯০২৪
৩৪	মো:রুবেল মিয়া পিতা- মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	রুবেল মৌ খামার	গ্রাম: বিল গোরিশ্বর পোষ্ট: পাঁচ টিকড়ী ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	০১৭৪১০৫০৩৬৪

খেঁজুরের রস ও খেঁজুর গুড় প্রস্তুতকারক		
নাম	**ঠিকানা**	**মোবাইল নং**
মোঃ মৌজালী সিকদার	সিকদার বাড়ী, চরকালীকাপুর, পাঁচখোলা	০১৭২৮৫১২৫২৬
মোঃ হান্নান মিয়া	মিয়াবাড়ী, পাঁচখোলা	০১৯৮০২৮৩১৬৫
মোঃ রফিকুল	মাতব্বর বাড়ী, ঘটমাঝি	০১৭৮১৭০৯৭৮৪
মোঃ মোতহার তালুকদার	তালুকদার বাড়ী, চরকুকরাইল	০১৯৩৮৫২২৩৭৮
মোঃ নবীর আলী শরিফ	চরকুকরাইল, বেড়ীবাধ	০১৯৩৮৪৯৫৮৩০

Date Juice and Date Molasses Producer		
Name	**Addrress**	**Mobile No.**
Md. Mozali Sikder	Sikder Bari, Chorkhalipur, Pachkhola.	01728512526
Md. Hannan Miah	Miyabari, Pachkhola.	01980283165
Md. Rafiqul	Mattobbarbari, Mattkhali	01781709784
Md. Motahar Talukder	Talukder Bari, Chorkukrail	01938522378
Md. Nobir Ali Shorif	Chorkukrail, Beribadh	01938495830